মর্ম্মভেদী ।

'বী' প্রেসে,
১, অক্রুর দত্তের লেন, কলিকাতা,
শ্রীপশুপতি ঘোষ
মুদ্রিত।

মর্ম্মভেদী।

[শোক গাথা]

শ্রীমতী সুরেশ্বরী দেবী

প্রণীত

Sorrow concealed, like an oven stopp'd,
Doth burn the heart to cinders where it is.
——*SHAKESPEARE*

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দত্ত

প্রকাশিত

১, অক্রুর দত্তের লেন, কলিকাতা।

১৩১৮।

ভবদীয়

শ্রী ধ্রুব লাল দত্ত

উৎসর্গ।

ধরি ও চরণ দুটি,

আমায় দে মা জীবনের ছুটি।

ফুরিয়ে গেছে হাসি রাশি, নয়নজলে সদা ভাসি,

আমার হৃদয় মাঝে ধ্রুব-শশীর আছে স্মৃতিগুলি ফুটি।

মা তোর উদরে ব্রহ্মাণ্ড, বাঁধা তাহে কর্ম্মকাণ্ড,

কল্লে আমায় লণ্ড ভণ্ড লাগিয়ে দিয়ে দাতকপাটি।

শোন্ মা শিবের শক্তি, শিবের সনে করে যুক্তি,

ত্বরায় খুলে দে মা আমার পাপ-মুক্তির কপাট দুটি।

প্রকাশকের নিবেদন।

শোক মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা; গোধূলীর কনক ছায়ার মত রজনীর সুশীতল স্নিগ্ধ নিশ্বাসের মত, শোক শান্তি বিধায়িনী; করুণাময়ী জননী। প্রকার ভেদে শোক বৈচিত্রময়ী; উগ্র অথবা শান্ত। অন্তরতম প্রিয়জনের অভাবে যে শোক ভগবৎ বিধানে লাভ হয়, তাহা আত্মিক উন্নতির উপাদান স্বরূপ। এই শোক জীবের উত্তরাধিকারের মত; অনিবার্য্য অদৃষ্ট। এ শোক চাপিয়া রাখিবার নয়; প্রকাশ পাইবার এবং প্রকাশ করিবার সামগ্রী; এ শোকের প্রচারেই সান্ত্বনা, নিজের এবং অন্যের। কবি গুরু সেক্সপীয়ার বলিয়াছেন,—"শোক মুখর হউক; যে শোক মূক, যার ভাষা নাই, যে শোক চুপি চুপি কথা কয় সে শোক হৃদয় বিদীর্ণ করে।"

জগতে যে শোকের অধিক শোক নাই, যে শোকে সান্ত্বনা নাই, যে শোক চাপিয়া রাখিবার ক্ষমতা মানব শক্তির অতীত, সেই পুত্র শোকের,—ভাল হউক, মন্দ হউক,—কবিতাই এক মাত্র ভাষা। এ ভাষা মার্জ্জিত শিক্ষার ধার ধারে না, সাধনার সম্পর্ক রাখেনা; কেবল মাত্র প্রেরণার আদেশে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত নীরবে বহিয়া যায়। পাঠক পাঠিকাগণ যদি বর্ত্তমান গ্রন্থে সাধনা প্রসূত উচ্চ কাব্যের পরিচয় না পান, তবে সে দোষ প্রকাশকের, রচয়িত্রীর নয়।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দত্ত।

আমাদের কথা।

আমার জীবনসঙ্গিনী, সহধর্ম্মিণীর অনন্ত, অতলস্পর্শ শোক-জলধির কয়েকটী উর্ম্মি লইয়া পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ প্রকাশ চন্দ্র "মর্ম্মভেদী" বাহির করিলেন। যে মর্ম্মবেদনার প্রবল স্রোত নিশিদিন আমার পত্নীর হৃদয় আলোড়িত করিতেছে, যাহার উত্তাল তরঙ্গ হৃদয়ের দুই কুল নিরন্তর ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে, মানব ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা অসম্ভব, অসাধ্য। ভাষার সাহায্যে তাহা কথঞ্চিৎ প্রকাশ করা যায় মাত্র, হৃদয়ের গুরুভার কিছু লাঘব হয় বটে, কিন্তু অপার জলধির জল কেহ তুলিয়া কখন কমাইতে পারিয়াছে কি? ভূমিকায় প্রকাশ যাহা লিখিয়াছেন, তাহার পর আমি আর কি লিখিব! যে কল্পতরুর ছায়ায় বসিয়া আমরা দুইজনে সারাজীবনের শ্রান্তি অপনোদন করিবার সূচনা করিতেছিলাম; সংসারমার্ত্তণ্ডতাপে দগ্ধ দেহ যে তরুর সুশীতল ছায়ায় পরম স্নিগ্ধ হইবে আশা করিয়াছিলাম; সমস্ত বেলাটা বৃথা ছুটাছুটি হুটাপুটি করিয়া উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্য হীন পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়া, পণ্ডশ্রম করিয়া, জীবনের এই শেষ বেলায় পবিত্র কল্পতরুর তলে শুইয়া, যাহার অবিশ্রান্ত বিরাম-দায়ী আনন্দপূর্ণ সমীর হিল্লোলে সুদীর্ঘকাল বিশ্রাম করিতে গিয়াছিলাম; আজীবনের সকল ভ্রান্তি, সকল ক্লান্তি, সকল ক্লেশ, সকল নৈরাশ্য, সকল বিবাদ, সকল অবসাদ অচিরে ঘুচিয়া যাইবে মনে করিয়া আশায় উৎফুল্ল হইয়াছিলাম, আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলাম; এবং যে তরুর সৌন্দর্য্য সম্পদ বৃদ্ধি করি

বার জন্য তাহাকে রমণীয় শ্যামল লতিকাভরণে ভূষিত করিয়া ছিলাম, অকস্মাৎ কালের প্রবল ঝটিকায় সে তরু সমূলে উৎপাটিত হইয়া গেল, এক মুহূর্ত্তে আমরা তিনটী প্রাণী দীনহীন অভাগা অভাগিনী আশ্রয়হীন হইলাম।

আমাদের একটী কথা বলিবার আছে। বড় তাপে ভরা, বড় শোকে পূর্ণ, বড় জ্বালায় দগ্ধ এই জগতে যে যত ভগবানের শরণাগত, যে যত তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করে, তাহার শাস্তি তত অধিক, তত কঠোর, তত অসহনীয়। ভগবান্ মঙ্গলময়—এ জগতের পক্ষে নহে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই পৃথিবীর মত কোটি কোটি জগৎ আছে, সে সব স্থানে তাঁহার মঙ্গল বিধান থাকিতে পারে, কিন্তু এ ধরায় তাহার বিন্দুমাত্র নাই। এখানে অবিশ্রান্ত শোক, অবিশ্রান্ত তাপ, অবিশ্রান্ত যাতনা! ভগবানের এ জগৎ হাহাকারে পরিপূর্ণ। পাঠক পাঠিকা, আমার মত সাধনহীন, ক্রিয়াহীন, ভক্তিহীন মহাপাপীর কথা বলিয়া উল্লিখিত উক্তি শোকার্ত্তের মর্ম্মন্তুদ যাতনার তীব্র উচ্ছাস মনে করিবেন না। এ যুগে যাঁহার মত সাধক কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, যাঁহার মত কোন সিদ্ধ পুরুষ, কোন ভক্ত এমন করিয়া ধরণী পবিত্র করিতে পারেন নাই, যাঁহার গৌরবে ভারত চিরদিন গৌরবান্বিত থাকিবে, পরমেশ্বরী জগন্মাতার উপর যাঁহার আবদার, যাঁহার জোর, যাঁহার প্রভাব অতুলনীয়, মানব কল্পনার অতীত, যিনি ভগবতীর পরম অনুগৃহীত ভক্ত সেই মহাজ্ঞানী রামপ্রসাদ কি গাহিয়াছেন শুনুনঃ—

ধাওঁ গো জননী জানি তোরে।
তারে দাও দ্বিগুণ শাজা মা, যে তোর খোসামুদী করে॥
মা মা বলে পাছু পাছু যে জন স্তুতি ভক্তি করে।
দুঃখে শোকে দগ্ধে' তারে দাখিল করিস্ যমের ঘরে॥
অল্পে কারে পাওয়া যায়, ক্ষীণ আলে বারি ধায়।
যে জন হয় শক্ত, তার ত্রিকাল মুক্ত জোর জবরে॥
চোখে আঙ্গুল না দিলে পর দেখ্‌বি না মা বিচার করে।
ও মা হরের আরাধ্য পদ, ভয়ে দিলি মহিষাসুরে॥
যে জন দু'কথা শুনাতে পারে, যে জন্য হেতের ধরে।
তার হয়ে আশ্রিত সদা থাকিস্ মা পরাণের ডরে॥
রামপ্রসাদ কৃতার্থ হবে কৃপাকণা জোরে।
সাধরে শ্যামার পদ এ নব ইন্দ্রিয়পুরে॥

শ্রী গোবিন্দ লাল দত্ত বর্ম্মা।

জন্মাষ্টমী, ১৩১৯।
১৮ অক্রুরদত্তের লেন.
বহুবাজার ; কলিকাতা।

সূচী পত্র।

ধ্রুবহারা।

মোদের নয়নমণি তুমি ধ্রুব-তারা,
তোমা বিনা ভ্রমিতেছি ফণি মণিহারা!
সংসার শ্মশান প্রায়,
প্রাণে শুধু হায় হায়,
নিয়ত বহিছে এবে নয়নের ধারা;
পথ নাহি পাই খুঁজে হই দিশেহারা!

সকলি বিফল হল, না পূরিল আশা;
অকালে গ্রাসিল কাল ভাঙ্গি সুখ-বাসা!
কবে যাব তব কাছে,
পরাণ সতত যাচে,
জুড়াব তাপিত প্রাণ শুনি সুধা-ভাষা,
অভাগার অভাগীর হৃদয়-পিপাসা!

স্বপনেও নাহি জানি হইবে এমন,
কঠোর, কঠোর সাজা দিবেরে শমন।
মা বলিতে নাহি আর;
ভিখারিণী দুনিয়ার;
কে আর ঘুচাবে, বাবা, যাতনা এখন?
অঞ্চলের নিধি মোর হৃদয়ের ধন!

ধীকি ধীকি জ্বলে তব জনকের বুক ;
সদাই বিষণ্ণ ভাব সদা শুষ্ক মুখ ।
শোকানলে জ্বলে প্রাণ,
কে করিবে বারি দান,
তুমি শান্তি-বারি, তুমি এক মাত্র সুখ ;
জীবনের সুখ সাধ ঐ চন্দ্রমুখ !

শত ধারে দিবানিশি বহে চক্ষে জল,
পড়ে মনে মুখ-শশী অমল কমল ।
কাল-মেঘ কেন আসি,
ঢাকিলি হৃদয়-শশী,
চির অমানিশি বুঝি রহিল কেবল ;
আঁধার আঁধার হৃদি আঁধার সকল !

সহেনা, সহেনা আর তব অদর্শন ;
দুঃখ কর দূর, ক'র পথ প্রদর্শন ।
রূপে গুণে ইন্দ্র তুল্য,
তুমি যে নিধি অমূল্য,
জগতে তোমার মূল্য না মিলে কখন ;
এ অভাগা, অভাগীরে ডাক ধ্রুবধন !

দাবদগ্ধা মৃগী প্রায় জ্বলি যে সদাই ;
বিদগ্ধ সংসার-বনে কোথায় জুড়াই !
তুমিরে সর্ব্বস্বধন,
তব লাগি প্রাণপণ,
তোমা বিনা শূন্য ঘরে থাকিতে না চাই ;
কোথা গেলে মুখ-শশী দেখিবারে পাই !

করুণাসাগর তুমি জানিতাম বিধি ;
আমার কপালে কেন লিখিলে এ বিধি !
হানিলে গো শক্তিশেলে ;
কেড়ে নিয়ে রত্ন-ছেলে,
বালিকা বিধবা বধূ দিলে প্রতিনিধি ;
কি ভীষণ শেল দিলে হৃদয়েতে বিঁধি !

এক দিন ঐ বালা, করিয়ে যে গৃহ আলা
আছিল পতির গলে সুমোহন মালা ।
আজিকে সে মালা হায়
ভূমে গড়াগড়ি যায়,
বিয়োগ বিধুরা আজি কাঁদিয়া আকুলা
কি দিয়া সান্ত্বাব মাগো সে রূপের ডালা !

আহা মরি রক্তোৎপল নয়ন যুগল
ধরায় লুটায়ে যায় চিকুর কুন্তল !
বসন ভূষণ বল,
সবি যার স্বপ্ন হল ;
সুখ, শান্তি, সাধ আশা তিমিরে লুকাল ;
নিশার স্বপন প্রায় সকলি ফুরাল !

কি বলিব বল আর, কর্ম্মফল সার ;
অচ্ছেদ্য বন্ধন হায় বিধাতার মার !
বিধির কঠিন পণ,
গ্রন্থি তায় অগণন,
নাই সূতা, নাই রজ্জু, নাই লৌহ তার ;
এহেন অদৃশ্য গ্রন্থি ছিঁড়ে সাধ্য কার !

চারিটি বরষ আগে লিখেছিনু অনুরাগে,
প্রাণের ধ্রুবের বিয়ে ; সদা মনে জাগে !
পঞ্চম বরষ পরে,
সে হাতে লেখনী ধরে
কাঁদিতে কাঁদিতে লিখি হৃদে ব্যথা লাগে ,
লেখনী না সরে আর চাহি চিত্র বাগে !

ধ্রুব-হারা হয়ে, হায় কত কাল রব ;
শূন্য ঘর, শূন্য মন সকলি নীরব !
ম্লান মুখ বালিকার,
দেখিতে নারি গো আর,
করি মুক্ত কারাগার লহ বিশ্বধব ;
এই মাগি ভিক্ষা ধরি ও চরণে তব !

বালিকা বয়সে, খেলিতাম সখি সঙ্গে,
আশার কুহকে ভেসে কত মত রঙ্গে।
সংসার-জলধি জলে,
কূল কভু নাহি মেলে,
কে জেনেছে তবে বল ? দুস্তর-তরঙ্গে
পড়ে এবে প্রাণ যায় ; দে মা কোল, গঙ্গে !

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬ সাল।

ফিরে দে মা ধ্রুব।

বর্ষ, বর্ষ, বর্ষ পরে আসিস, মা, তুই বারে বার,
সঙ্গে কি এনেছ আমার প্রাণের ধ্রুব প্রাণাধার?
তুই মা, তোর মার কোলের ছেলে,
ভবে আসিস যাস, মা, হেসে খেলে,
আমায় কেন বিঁধিলি শক্তিশেলে,
এই কি হল, মা, তোর আমার প্রতি সুবিচার!

সংকল্প করিয়ে পূজিনু তোমারে,
তার শোধ দিলে জননী আমারে,
পুত্র শোকানলে অবনি মাঝারে,
জ্বলিব দিনে রেতে এই হল তার পুরস্কার!

হরের ঘরে তোরে পাঠিয়ে দিয়ে,
মা তোর থাকে যে পথ নিরখিয়ে,
যতদিন ছুটে এসে না হাসিয়ে
পুনঃ বর্ষ পরে উঠিস্ কোলে তোর মা মেনকার।

কত মতে পূজা খেতে নিতে বঙ্গে,
এসেছ মা, পতি পুত্র লয়ে সঙ্গে,
বসনভূষণে, সাজিয়া শ্রীঅঙ্গে,
দেখ্‌ন্ধে তোরে উথ্‌লে উঠে মোর দুঃখ পারাবার!

মা মোদের কেঁদে হ'ল চক্ষু অন্ধ,
কপাল, যে মোদের বড়ই মন্দ,
ও মা তাই করিগো নিত্য দ্বন্দ্ব !
তোর সনে মা উমা, প্রাণের জ্বালায় অনিবার !

তব আগমনে ভূধরে নগরে,
কাননে প্রান্তরে প্রতি ঘরে ঘরে,
আবাল বণিতা হরষ অন্তরে,
ঘুরে ফিরে ফিরে ছুটে হাসি হাসি চারিধার !

হায় আমি আছি শূন্য গৃহ নিয়ে,
দেখ মা পাষাণী, পাষাণের মেয়ে,
এখন পূজিব আর কিবা দিয়ে,
কিছু নাহিক, মা আমায়, রাঙ্গাচরণ পূজিবার !

তখন তোর পায়ে দিতাম বিল্বদল,
রাঙ্গা জবা ফুল আর গঙ্গাজল,
এবার দিব মা গো খালি চোখের জল,
নিয়ে তুষ্ট হতে, কোন মতে, পারবি ত এবার !

শুনগো মা, মম দুঃখ, মহামায়া,
মোদের ধ্যান-জ্ঞান ধ্রুবের ছায়া,
ঐ মলিন মুখে আজ তারি জায়া,
দাঁড়িয়েছে তব পাশে চেয়ে দেখ গো মা একবার !

মাগো তুমি যারে কর কৃপা দৃষ্টি,
অনায়াসে মিলে তার ভিক্ষা মুষ্টি,
আমার সবে মাত্র সেই অন্ধের যষ্টি,
কেড়ে নিলি হায় করে গৃহ শ্মশান ঘোর আঁধার !

মা,মা, আমার শৈশব সময় হতে,
আজন্ম কাঁদালি যে গো বিধিমতে,
তবু এ ছার প্রাণ চায় না ত যেতে,
সৃষ্টিছাড়া কঠিন ধাতু নিরমিলে কি প্রকার !

তনয়ারে লয়ে এলে পিতৃবাসে,
উন্নত আননে প্রফুল্ল উল্লাসে,
শরৎ-কমল প্রতিভা বিকাশে,
মায়ের যতন পেয়ে যাও ভুলিয়ে নিজ আগার !

জগৎ জননী, ত্রিগুণ ধারিণী,
লোকে বলে তুমি সন্তাপহারিণী,
নিদারুণ দুঃখ জানাই জননী,
পুত্রশোক-সিন্ধু হতে মোরে ত্বরা কর মা পার ।

অভাগীর ছিঁড়ে দে মা কর্ম্মডোর,
মোদের ভেঙ্গে দে গো, মায়া ভবঘোর,
একবার মুছা, মা, এ নয়ন লোর,
এ বিষম যাতনা প্রাণে সহেনা জননী আর !

রাম রাজা হবে জানি দশরথ,
রামে রাজ্য দিলে পূর্ণ মনোরথ,
কৈকেয়ীর কাছে করিয়ে শপথ,
কুব্জা চেড়ি হতে শেষে হল রাজার প্রাণ সংহার !

রাম, রাজা হবে শুনি দেশবাসী,
আনন্দ সাগরে উথলিছে ভাসি,
জনকনন্দিনী মুখে মৃদু হাসি.
রামের জননী মাগিছে মঙ্গল কাছে দেবতার।

অনুজ লক্ষ্মণ প্রাণের দোসর,
নহে কেহ হেন ভ্রাতৃভাবে ভোর,
আত্ম সুখ ত্যাগ বড়ই কঠোর,
রঘুমণির লাগি চৌদ্দবর্ষ করিল তাহা স্বীকার।

ত্যজি রত্ন সিংহাসন গুণমণি,
চলিলেন বনবাসে তিন প্রাণী,
মায়ের সদনে লুটায়ে ধরণী,
মাগিয়া বিদায় ; নীল কমল আঁখি দুটি জলে ভাসে তাঁর।

হায় বিনামেঘে হ'ল বজ্রাঘাত,
স্তম্ভিত সকল প্রাণী অকস্মাৎ,
হরষ লুকাল, শিরে হানি হাত,
ফুরাল যতেক সুখ হায় নিমেষেতে অযোধ্যার।

রামেরে বিদায় দিয়ে কৌশল্যার,
পুণ্যের সংসার দুঃখের আগার,
দেহেতে জীবন রহেনাক আর,
অন্ন, জল, ত্যজি দিবা নিশি মুখে রাম নাম সার।

পিতৃআজ্ঞা পালি চৌদ্দবষ পরে,
বনবাস-ক্লেশ সহি অকাতরে,
রাম গুণধাম ফিরিলেন ঘরে,
ঘুচাতে মায়ের দারুণ মরম বেদনা অপার।

ধ্রুব গুনধাম কবে আসিবে ফিরে
ও মা জানিস যদি ত বল দেখিরে
আমি নিশি দিন ভাসি নয়ন নীরে
দুর্গতি নাশিনী দুর্গে এ দুর্গতির নাহিক পার!

ত্রাহি ত্রাহি পড়েছি বিষম ফাঁদে,
ফিরে কি দিবে মা, মোর ধ্রুবচাঁদে,
কি দেহ কি আত্মা দিবানিশি কাঁদে,
হবে কি মা দুর্গা নামে, মম প্রাণে শান্তি পুনর্ব্বার?

মা, আমার ধ্রুব হল না সংসারী,
কোথা, মা, লুকালি হৃদয় আঁধারি,
বিষম প্রহার সহিতে না পারি,
নয়নের নীর কেমনে সম্বরি, ধৈর্য্য ধরা ভার!

উমা, মা বলে মা, ডাকিলাম যত,
শুনে কাণে কল্লি গো আনন নত,
মোদের সাজা দিলি মা, রীতিমত,
কিসের কারণ পূজিব চরণ বল বারে বার !

গণেশ-জননী গৌরী হর-দারা,
বারেক দেখা, মা, মোর ধ্রুব-তারা,
ধ্রুব বিনা চক্ষু হল জ্যোতি হারা,
হায় মনের আশা রৈল মনে মিটিল না এবার !

কে বলে দুর্ল্লভ মানব জনম,
দিওনা, দিওনা মানব জনম,
বুঝি মা, হারাই ধরম করম,
বরং শিলা, বৃক্ষ কোরো পাব ভব দুস্তরে নিস্তার !

আমি অতি দীন বাল্যে মাতৃহীন,
পিতা আদি করি একে একে লীন,
বাকি ছিল সুধু হতে পুত্রহীন,
তাও করিলি মা ; বাকি আর কি রেখেছিস্ আমার
অবশেষে অপুত্র বিধবা বধূ দিলি কণ্ঠহার।

১৮ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার ; ১৩১৬ সাল।

সব পণ্ড হ'ল !

গুরু, আমার কি হল !
পুত্র-শোকানল, অতীব প্রবল,
প্রবোধ-বারিতে না হয় শীতল।

ধ্রুবকে না দেখে দুঃখিনী জননী,
যেন উন্মাদিনী হয়েছি এখনি,
এ জীবন ধারণে নাহিক ফল।

শূন্য যে ধরণী, বংশ চূড়ামণি,
কোথা গুণমণি, তিমিরে লুকাল,
হায় কোথা গেল প্রফুল্ল কমল।

দেখিতে না পাই, কাহারে সুধাই,
কিসে বা নিবাই প্রাণের অনল,
নাহি মেলে কভু বারি সুশীতল।

কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘ মিয়াদে,
সংসার গারদে থাকিতে যে হল,
এ পাষাণ প্রাণ রহে ধরাতল।

কেবল অসার, এ ছার সংসার,
সুধু ফক্কিকার, নিবাতে অনল
মনে করি খাই ফণি-হলাহল।

সদা ভাবি তাই, বাঁচিতে না চাই,
এজ্বালা জুড়াই, ঘুচাই সকল,
ধিক্ শত ধিক্ ললাটের ফল।

উঠিয়া প্রভাতে, অদৃষ্টের সাথে,
প্রবৃত্ত রণেতে, ফেলি নেত্রজল,
দিনমান যায় হইয়া বিফল।

কেঁদে দিন দিন, তনু হ'ল ক্ষীণ,
ধন-বল হীন, হইতে হইল,
এই বিভুপদ সেবিবার ফল।

সকলি বিফল, সার নেত্রজল,
বসন অঞ্চল জলেতে তিতিল,
আহা মরি মরি কি হল কি হল!

মরতে আসিয়ে, যাতনা সহিয়ে,
হৃদয় ভরিয়ে লভিনু গরল,
এ কি মম দুরদৃষ্ট হায় বল।

যে ব্যথা মরমে, অদৃষ্ট করমে,
মম এ জনমে সকলি ফুরাল,
ভবধামে গুরু-সেবা বৃথা হল।

সংসার আলয় হল ভস্মময়,
ধ্রুবেতে তন্ময় মন যে রহিল,
সে বিনে জীবন ; সেই হলাহল।

বসিলে পূজায়, সদা মন গায়,
ফেলিয়ে আমায় কেন সে পালা'ল,
নিশি দিন হতাশে পরাণ গেল।

ভুলি নিজ ইষ্ট, পাই মন-কষ্ট,
বুঝি গুরু রুষ্ট, মোর গো হইল,
বৃথা এ মানব জনম কাটিল।

ক্ষম ওগো গুরু, মুক্তিকল্পতরু,
বিতর সুচারু অন্তিম সম্বল
সাধনার দিন মম না কুলাল।

বসিলে ধেয়ানে, সে বিধু বয়ানে,
নেহারি নয়নে হইয়া আকুল,
মানসে 'ধ্রুব'ই অটল অচল।

চাতকিনী ধায়, তৃষিত তৃষায়,
বারির আশায় দেখে নভস্থল,
ডাকে ঘন ঘন দে ফটিক জল।

নদ নদী যত, হেরি অবিরত,
নহে হরষিত তৃষায় আকুল,
বিনা অহরহ নীরদে জল।

চাতকী কাতর, সদয় অম্বর,
রবির প্রখর কিরণ ঢাকিল,
চাতকীর নিবারিতে তৃষানল।

নামিল বরষা, মিটিল পিপাসা,
চাতকী হরষা পিয়ে সুবিমল,
নবীন নীরদের শীতল জল।

আমিও তেমতি, ফিরি নিতি নিতি,
বিহীন স্ফুরতি বিনা স্নিগ্ধ জল,
দেরে ধ্রুব দে বাবা আগুণে জল।

আমারে কাতর, দেখিয়া অম্বর,
পণ দৃঢ়তর আপনি করিল,
হায় একি দায় দয়া না হইল।

এত দুঃখে প্রাণ, ত্যজি দেহখান,
কেন না প্রয়াণ ত্বরিতে করিল,
শির পরে বজ্রাঘাত ছিল ভাল।

ধ্রুব শোকভার, হৃদে ধরা ভার,
হৃদি-তার ছিঁড়ি নীরব হইল,
সঙ্গীত সমুদ্রে শোণিত বহিল!

আছে ধন জন, সব অকারণ
বিনা চন্দ্রানন কাল ফণি হল,
বিষম বিষেতে হৃদয় ভরিল।

গুরু কর পার, ভব-কর্ণধার,
অবলা নারীর মুছ নেত্র জল,
হতে পার নাহি পথের সম্বল!

নিরাশে নিশ্বাসে, কাল সিন্ধু পাশে,
ধায় উর্দ্ধ শ্বাসে পরাণের বল,
সংসারে পলকে প্রলয় সকল।

৯ই ভাদ্র বুধবার ১৩১৬ সাল।

তোমার গুণের কথা।

সহসা হৃদয় হতে,
কে নিলে আলোক ভাতি,
জীবন-প্রদীপ মম,
ক্ষীণালোক হেরি নিতি।
বিঁধিছে যে বিধি মতে,
সে মহাকাল অরাতি,
ধ্রুবের শোক মহাশেল,
অসহ্য যাতনা অতি।
বিধবা বধূটি তাতে,
দিছে ঢালি ঘৃতাহুতি,
শ্মশান সমান ভিতে,
চলে না আর বসতি।
পূর্ণ চন্দ্র এ জগতে,
ঢালিছে বিমল ভাতি,
ভাল ত লাগেনা চিতে,
চন্দ্রমা-শালিনী রাতি ;
পূর্ণ পূর্ণিমা নিশিতে,
অনুমানি অমারাতি।
ধ্রুব পূর্ণচন্দ্র হতে,
হৃদে নাই অন্য জ্যোতি।
যুগল নয়ন পথে,
রহে সদা সে মুরতি,

অস্থি মাংস ধমনীতে,
জাগে সদা ধ্রুব-স্মৃতি।
তাহারি তুলনা তাতে,
মেলেনা কাহার সাথী।
অতুলন এ জগতে,
ধরমে সরল মতি।
বালক বয়স হ'তে,
দেব দ্বিজে করি স্তুতি,
পারিত যত্নে তুষিতে,
ভুলি নিজ শান্তি ক্লান্তি।
দরিদ্র কাঙ্গাল হিতে,
সাধ্য মত সদা ব্রতী।
পিতা-মাতা-গত-চিতে
করিত বহু ভকতি।
বনিতারে আদরেতে
শিখাত কত সুনীতি।
আত্মীয় স্বজন যাতে
রহে সুখে পূর্ণ প্রীতি।
গৃহ দ্বার সাজাইতে
পছন্দ সুন্দর অতি;
সুনিপুণ সঙ্গীতেতে,
বিনা শিক্ষা যথা রীতি।
ললিত লহরী গীতে,
প্রফুল্ল করিত নিতি।
পরিচ্ছদ পরণেতে

যেন গো নব ভূপতি ;
যে দেখেছে নয়নেতে,
সেই যে মোহিত অতি।
দশম বরষ হতে,
লিখিত কবিতা নীতি
মধুর মধুর হতে ;—
ধন্য সে বাল্য শকতি।
মম ধ্রুব ধ্রুব হতে,
নহেক হীন প্রকৃতি !
নিষ্ঠুর শমন হাতে,
অকালে ফুরাল জ্যোতি।
গত সন জ্যৈষ্ঠ প্রাতে
কাঁদালে মা উষা সতী ;
অশনি পতন মাথে,
কেন না হল ঝটিতি।
পুত্র-শোক মুগুরেতে
ভাঙ্গিলে বুকের ছাতি ;
দিলে ব্যথা মরমেতে
সকলে করে যুকতি।
কত কাল এ ভাবেতে
রব মাগো বসুমতী !
হও দ্বিধা কোন মতে,
প্রবেশি বাসনা অতি।
এ অনল নিবাইতে
নাহিক যে অন্য গতি ;

সংস্কার-সাগর স্রোতে,
দেহ-তরী ভাসে নিতি।
অজানা অচেনা পথে
ধায় অবিরাম গতি;
মন-মাঝি হাল নিতে—
তার যে নাই শকতি।
কাল মেঘ ঝঞ্ঝাবাতে
শোকের তরঙ্গ অতি;
প্রবল তূফানাঘাতে,
ভেঙ্গেছে হাল-ভকতি।
শ্রদ্ধা-পাল ছিঁড়ে নায়ে
ডুবে মরি ভাগিরথী;
শোকের পণ্য-তরীতে,
দে, মা, পদ শিব সতী!
অধর্ম্ম ফেলে পশ্চাতে,
এ প্রাণ যাক ভোগবতী!

২১ শে পৌষ, বুধবার; ১৩১৬ সাল।

কোথা পাব দরশন।

হায়! দরশন বিনা মম প্রাণ যে যায়।
কোথা গেলে পাব তারে বলে দে আমায়।
বল দেখিরে তরু লতা, মম প্রাণের ধ্রুব কোথা?
সুধাই তোরে সেই কথা, অশেষ রূপ যাতনায়।

শোনরে বিহগীকুল বসিয়া শাখায়?
বলে দে আমার ধ্রুব আছেরে কোথায়।
সে মুখ হেরিতে, যাইব ত্বরিতে, তোদেরই সাথে,
যদি অনলে পশিতে হয় ক্ষতি নাহি তায়!

নিভৃত শীতল ঐ বনে মৃগনিকরে।
ডাকিতেছে সবে অতীব কাতর স্বরে।
মৃগ ধায় বিষাদ মনে, মৃগী ধায়রে বনে বনে,
ক্ষণেকেরই অদর্শনে, ব্যাকুল সন্তান তরে।

ওরে মৃগি বুঝেছিরে মরম বেদনা।
সন্তানের অদর্শন ভীষণ যাতনা।
পরিহরি লোকলাজে, আমিও এ বন মাঝে!
এসেছি উন্মাদ সাজে, মোর ধ্রুব কই বলে দে না!

স্নিগ্ধ স্বচ্ছ ভাগিরথী বন মাঝারে।
কোথায় ধাইছ সদা আলোকে আঁধারে?
তব বারি যে সুশীতল, পিয়িছে পান্থ দলে দল,
করগো মোরে সুশীতল, দেখাইয়া ধ্রুব আমারে।

তরী লয়ে কোথা যাও নাবিক সকলে ?
আনিতে কি মোর ধ্রুবে অবনীমণ্ডলে ?
ত্বরা যাওরে পরপার, বিলম্ব না সহেরে আর,
কর যদি এ কার্য্যোদ্ধার, পুরস্কার পাবে সকলে।

কৈলাস শিখরে বসি যোগে নিমগন।
চারি দিকে ঘেরি স্তব করে দেবগণ।
ওরে সেথা ভগবান পাশে বুঝি বাছা আছে বসে !
ভাসি আঁখি-নীরে পূজিত তাঁরে প্রাণের ধ্রুবধন।

দিলে তার প্রতিফল রহিল স্মরণ।
অকালে কালের হাতে করিলে নিধন।
ভাঙ্গিলে তার সুখ-আশা, ভেঙ্গে দিলে সাধের বাসা
এড়াল না ত রতি-মাষা, নামের মহিমা এমন।

আশুতোষ বলি পূজেছিল জায়া সহ।
বিমল পরাণে ভক্তিভরে অহরহ।
সে অমৃতে গরল ওহো, উঠিল আজ ভয়াবহ,
মদনে দহিলে দোষী বলে ধ্রুবকে বিনা দোষে দহ।

মিনতি করিছে চন্দ্রচূড় গঙ্গাধর।
শিব আশুতোষ নাম তব রক্ষা কর।
দেখাও মম ধ্রুব-শশী, ঘুচাও প্রাণের মসী,
অহেন্যা যে দিবা-নিশি, তাহারি অন্তর।

ধরে ক্লান্ত দিশেহারা আমরা দুজন,
ভ্রমিতেছি সদা করি ধ্রুব অন্বেষণ।
মেঘে দেহ আবরি রাখি, কে তুমি মারিলে উঁকি,
তুমি পূর্ণচন্দ্র নাকি, পাইয়াছ সেই ধ্রুবধন ?

ছলনা ছাড়িয়ে বল না মোদের কাছে,
আমাদের ত্যজি কেমনে নিশ্চিন্ত আছে।
করি মিনতি যুক্ত করে, বলবে তারে তারি তরে
পিতা মাতা যে প্রাণে মরে, বালবিধবা বধূ সাথে ?

বিমান শোভন চাঁদ জগতের তুমি,
ধ্রুব বিনা দেখ মম হৃদি মরুভূমি।
বসে আছি তরুমূলে, ধ্রুবের চিত্র নেত্রে তুলে,
ধ্রুবের নাম হৃদিমূলে অবিরাম জপি যে আমি।

শুন, শুন, সপ্তর্ষিমণ্ডল ঘেরা তারা।
কই মোর ননির পুতলি ধ্রুব-তারা।
অশেষ সাধনার ধন বিনা আঁধার এ ভবন,
সে যে প্রাণের প্রাণ, মোদের আঁখির সে যে তারা ;

পবন সঘনে বহ দিক্ দিগন্তরে,
শুভ বারতা লয়ে এস জুড়াও অন্তরে।
সমীর সেবনে ফল, রুগ্ন দেহে পায় বল,
ধ্রুব ধনে নববল দিতেছ কি প্রান্তরে ?

তরুণ, অরুণ, কিরণ-আভা প্রভাতে,
সুষুপ্ত ধরণী আর মানবে জাগাতে,
নিত্য উজ্জল বেশে আসি, বহু দূরে অম্বরে হাসি,
ছড়ায়ে প্রখররশ্মি, জগজনে হাসাতে কাঁদাতে।

তেরশত পোনের সালে জৈষ্ঠের প্রাতে
ধরিয়ে ভীষণ বেশ লইয়ে মুদ্গর হাতে,
মাসের মাত্র দশ দিনে, আমার জীবনধনে
নিলে কাড়ি অতি গোপনে হায় বিনামেঘ বজ্রাঘাতে।

ভুলিব না এ জনমে সে দিনের কথা ;
যে দিন দিয়াছ মোর মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথা।
করিয়ে হৃদয় পাষাণ, দেখালে কালের নিশান,
লুকালে ধ্রুবের বয়ান, পোহাল কাল নিশি হেথা।

জগতে দুর্লভ মোর সেই প্রাণাধার।
ওহে দিবাকর আজি বল একবার
কোথা পাব দরশন, অন্ধ হল গো দুনয়ন,
হল যে বধির শ্রবণ, অধীর চিত্ত নিরাধার !

৩০শে মাঘ, শনিবার ; ১৩১৬ সাল।

মনরে আমার।

ভেবেছিলে মন এ সংসারে তুমি নাকি হয়েছ রাণী।
এখন কেমন বুঝতেছ কেঁদে কাটে দিন যামিনী॥
সংসার চক্র কিরূপ বক্র জানতে না ত তার দুরাণি।
এখন চোরের বেড়ি দিয়ে পায়ে টানো ঘাণি আপনি॥

মন, মিষ্ট বলে খেলে নিম যাহার তিক্ত অপরিসীম।
এখন খাচ্চ কেবল হিমসীম গা কত্তেছে ঝিম ঝিম॥
পাওনি রে টের বিষম ফের অনাদির অকৃত্রিম।
কারো মেলে দুধে চিনি, মন, কারো ভাগ্যে ঘোড়ার ডিম!

ভবে নিত্য মনরে তোর আসা যাওয়া মানব সঙ্গে।
থাকিয়ে ঝুমঝারে ভাব কাল কাটাবে নব রঙ্গে॥
থাকবে সুখে দিনে রেতে আনন্দে বসে সদা খাট-পালঙ্গে।
লাগলে ধুলি ঝাড়বে ফেলি পড়বে মলা সোনার অঙ্গে॥

ও মন, আশার চাদর দিয়েছিলে গায় লম্বা টানা।
কালের কালী লাগলে বড় শক্ত দাগ উঠানা॥
দেখ রজক যবে বস্ত্র কাচে তার ত মলা রয় না।
এযে মনের কালী হলেম কালী আর প্রাণে সয় না॥

রইল দুঃখ তুইরে মূর্খ চক্ষু হীনের এক জনা।
পেয়ে বানর করে আদর দেখায় কলা দশজনা॥
মন ঘটে নাই তোর কোন বুদ্ধি কর্ম্মে হারে ক জনা।
সার হল তোর ধড় ফড়ানি না' হল তোর সাধনা॥
১৩৯৫/৩২১।৮।১৩৭৮

মনরে সাধের সংসারে বাস আজি তাহা কারাবাস।
দুঃখেতে জনম গেল মনে রয়ে গেল সুখ আভাষ ॥
আজিরে বাক্যালাপে নাহি টুটে পরাণের হা হুতাশ।
মরমের ব্যথা মরমে রহিবে, না হইবে পরকাশ॥

মনোমত ধ্রুব-রতন পেয়ে ছিলে বহু সাধনে।
সাজায়ে আসর গুছায়ে ঘর, মন ভুঞ্জিতে ত পেলিনে ॥
বাল্যকালে দুই করে খেতে ক্ষীর, সর, মাখম, ছানা।
মন বিধি বাদী হয়ে তোর তৈরি অন্নে দিলে হানা ॥

একবার বল মন নয়নের বারি কিসে নিবারি।
এবে কোথা গেলে ওরে পুন ধ্রুবের সে মুখ নেহারি ॥
হৃদরতনে নেছেরে টেনে কাল জোরে প্রহারি।
বারেক না দেয় আমারে আর লইতে কর প্রসারি ॥

প্রচণ্ড দুর্দ্দান্ত যম করেছে বটে তারে স্থানান্তর।
মন দেখা কাগে হৃদি খুলে ধ্রুবের চিত্র নিরন্তর ॥
দেখি কাল কেমন ওরে করে রে মন হৃদয় হতে অন্তর।
নারবে হরে নিতে মন হতে না হলে এ দেহান্তর ॥

মনপ্রাণ এই দু জনায় ব্যথার ব্যথী একাধারে।
লোকে বলে ভুল ভুল এবে মুছ নয়ন আসারে ॥
নিজে সাক্ষাৎ যদ্যপি বিধি বুঝান মোরে শতবারে।
তবু যে দিন লবে শমন সে দিনে ভুলিব তারে ॥

মন রে এখন প্রতিদিন হয় দিন কাটানো ভার।
কেবল মিছামিছি ঘুরে মরি ছি ছি সার হাহাকার॥
হায় কয়েদী আসামী মত দিন গণি যে অনিবার।
কি বলে রে মন বুঝাব বৃথা হল জন্ম আমার॥

আজনম ছিলরে মন সংসারে তোর বিপুল আশা।
কেমন তোরে দেখাইল বৃহৎ পাত্রে ফুল-বাতাসা॥
কাল-বাতাসে কল্লে গুঁড়ো লাগিয়ে দিয়ে চক্ষে দিশা।
ঐ মিঠা চূর্ণ বিষের সম খেয়ে তোমার এ দুর্দ্দশা॥

মম মন-বারণ না মানে বারণ ধায় উর্দ্ধশ্বাসে।
প্রাণ যায়, না করে ভয়, বিধি প্রহারে শোক-ডাঙ্গসে॥
সংজ্ঞাহীন মাতঙ্গের ভয় কি নিবীড় গহন পাশে।
অশনি পতনে না পলায় আর মন বারণ–ত্রাসে॥

নিশি অবসানে উঠিয়ে প্রভাতে মেলিলে যুগল আঁখি।
হৃদে লয়ে গুরু ভার খুঁজে ফিরি চারিধার তারে না দেখি
পুত্রশোক বহ্নি মাঝে মন রে পুড়ি হয়ে ফুল্কামুখি।
এবে কাঞ্চন অভাবে হায় বসনে গ্রন্থি বেঁধে রাখি॥

মন সদা পড়ে মনে ধ্রুবের গুণরাশি অনিবার।
সে রূপ রাশি, সে মিঠে হাসি নাশিত মনের আঁধার॥
কোটি বিধু আভা জিনি মুখ-শোভা মনলোভা আমার।
সে রত্ন বিহনে এ ছার জীবনে কি বা প্রয়োজন আর॥

মন সে স্বর্গীয় অমৃতধারা লভেছিনু একবার।
শেষে গরল উঠিল হায় প্রাণ রাখা হল তার॥
জীবনে যে স্বাদ পেয়েছে সন্তানের মমতার।
হারাইলে সেই নিধি তুচ্ছ হয় রে ব্রহ্মাণ্ড তাহার॥

মনরে যদ্যপি মানব অঙ্গ ক্ষত রোগাক্রান্ত হয়।
ওহো সে জ্বালাও ক্ষণেক তরে সলিলে শীতল হয়॥
কেহ না দেখিতে পায় শোকে হৃদি ভীষণ ক্ষতময়।
এ জ্বালা সলিলে শীতল হয়না, অনলে শীতল হয়॥

অশেষ যাতনা সহি চলরে মন জনমের মত।
গেলে অমরায় জুড়াবে কায় ঘুচিবে দহন যত॥
ধ্রুবচাঁদে পাবে কোলে হবে দুঃখের মুখ অবনত।
দিন দিন তনু ক্ষীণ কবে হব লীন ভাবি নিয়ত॥

দেখলে ধরা স্বার্থে ভরা, জ্ঞানহীন, ভার ধৈর্য্য ধরা।
মেলে না সম দুঃখের দুঃখী আছি মন জীয়ন্তে মরা।
অন্ধের যেরূপ নয়ন লাগি বৃথা শ্রম যত্ন করা।
তেমনি মন কোথা পাবে স্বার্থশূন্য বন্ধু দুঃখহরা॥

রগুন বৃক্ষে কুম্ভ কক্ষে গোলাপ বারি সেচন করা।
হবে না ফল দেবে কুফল ছাড়বে না সে স্বার্থপরা॥
মন, এবে আপন মনে বহে বেড়াও দুঃখের ভরা।
পাবে শান্তি মন যে দিন লবে তুলে সর্ব্ব দুঃখহরা॥

২৫শে ফাল্গুণ, বুধবার; ১৩১৬ সাল।

জন্মতিথি।

বৈশাখে নব বরষে,
হাসে ধরা নব হর্ষে,
নব পত্রে, নব পুষ্পে, নিতি নব নব ফলে।

গাহিছে পাখী হরষে,
গৃহস্থ ত্যজি অলসে,
চলেছে জাহ্নবী কুলে, বিসর্জ্জিতে তাপানলে।

স্নিগ্ধ বারি তাপ-হারী,
শৈল সুতা পাপ-হারী,
পতিত পাবনী কোলে, গঙ্গা গঙ্গা গঙ্গা বলে।

বৈশাখে নব বরষে,
এসেছিল হেসে হেসে,
একদিন ক্রোড়ে মম মোর অপত্যের ছলে।

স্বর্গ ভ্রষ্ট মহামুল্য,
আনন্দে আনন ফুল্ল,
পূত শুভ্র ধ্রুবচাঁদ পেতেছিল মায়া ফাঁদে;

মায়া জালে বন্দী করে,
এবে সে গো লোকান্তরে;
পরিপূর্ণ সুরধনী—ভেঙ্গে এ হৃদয় বাঁধে!

ধ্রুবের জনমতিথি,
হল তার সাথে সাথী,
নব পট্টবাস পড়ে গুমরি গুমরি কাঁদে !

কে আর বলিবে“ অমা,
হবে না নূতন জামা,
রুমাল উড়ানী জুতা” কত ভাবে কত ছাঁদে !

ফুরায়েছে সব কথা,
রয়ে গেল স্মৃতি-ব্যথা,
আমি আর আমি নেই, হারাইয়ে ধ্রুবচাঁদে।

সেইত বৈশাখ মাস,
সেইত ফুলের বাস,
সে ত আর নাহি আসে, বাধিতে বাহুর ফাঁদে !

ঘুচে গেছে প্রীতি-ভোজ
কেঁদে দিন যায় রোজ,
কি করিলে প্রতিশোধ হয় এর বল মোরে।

হে দেব অন্তরযামী
বল ত্রিভুবন স্বামী
তুমি রাজা দাও সাজা নির্দ্দয় মরণচোরে !

পালিতে তোমার আজ্ঞা,
জীবেরে করি অবজ্ঞা,
সুজলা সুফলা মর্ত্তে হায় একি মরুভূমি !

তুই কি বিধির বিধি,
তুই তাঁর প্রতিনিধি ?
তবে এ শাসন—দুঃশাসন কোথা পেলে তুমি !

ত্রাহি ত্রাহি প্রাণ করে,
বরষ ফিরিলে পরে,
শত ধিক্ ধিক্ মোরে ধিক্‌রে বরষ তোরে ।

সঁপিয়ে তোর কবলে,
আছি জীয়ে ধরাতলে,
এ হতে আশ্চর্য্য আর, কি দেখাবি বল মোরে !

হারাইয়ে প্রাণাধার,
বহিছি জীবন ভার
শোকাকুল স্বামী সনে, রহিয়াছি যে শ্মশানে ।

হৃদি পরে জ্বলে ধূ ধূ,
বালিকা বিধবা বধু ।
এবে দেখ কি হয়েছে তোর যাহা ছিল মনে !
১৫ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার ; ১৩১৭ সাল ।

ভগবানের প্রতি।

ভগবান তব নাম—ভয় হারী,
দেখালে মাহাত্ম্য যাই বলিহারি,
হৃদে ব্যথা দেওয়া কাজ তোমারি,
কর শূন্য হৃদিস্থল কি বিচারি।

অতি শব্দ বড় মন্দ শাস্ত্রে কয়,
শ্রীমুখ নিঃসৃত কভু মিথ্যা নয়,
পিতা যদি মারে সর্ব্বদা তনয়,
মরুভূমি হয় তনয়-হৃদয়।

পিতা বলে সম্বোধিবে কি সন্তান,
প্রহার যাতনায় সদা ম্রিয়মান,
উঠে শক্তি নাই ভূতলে শয়ান,
কবে বুঝি হয় দেহ অবসান।

জগতের পিতা মেরেছ সজোরে,
লেগেছে আমায় দিশে ভবঘোরে,
সকাতরে ডেকেছিনু প্রাণভ'রে,
নিয়ে ধ্রুব-তারা দিলে অন্ধকারে।

নিজ কোটে বসে জীবে দাও সাজা,
দুর্গতির শেষ কর মহারাজা,
শোকে রোগে, দুঃখে হাড় ভাজা-ভাজা,
তব নাইক ক্ষতি মজাল তাজা।

সাজায়ে সং দেখ রং সংসারে,
কিরূপে সকল জীব হা হা করে,
কাটা যায় ঘুণ দাও বারে বারে,
মঙ্গল বিধান বুঝাও সবারে।

পাঠিয়েছ সঙ্গে দিয়ে কর্ম্মযোগ,
আদি অন্ত হীন তার ভোগাভোগ,
ভুঞ্জে নিরবধি শোক, দুঃখ, রোগ,
মোহ জালে রাখ ঢেকে মুক্তিযোগ।

জগৎ পিতা বুঝেনা মন-ব্যথা,
কারে জানাই ধ্রুব-শোকের গাঁথা,
হয়ে পুত্রহীন আমি যে অনাথা,
ব্যথার ব্যথী হলে দিতে না এ ব্যথা।

সে যাতনা কি যে বুঝিবে সে কিসে,
দংশেনি যাহারে কভু আশু-বিষে,
মগ্ন নহে সেই ভাবনা বিশেষে,
রহে সে সদাই মনের হরিষে।

কপালে লিখেছ তাই যদি হবে,
বিপদ ভঞ্জনে কেন ডাকা তবে,
বিষম সঙ্কটে দিন গেল ভবে,
তোমার নাম কেমনে আর রবে

ধ্রুব যে অমূল্য মূল্য নাহি কভু,
সে ধনে হরণ করিয়াছ প্রভু,
কেন তব নাম দয়াময় শম্ভু,
আর কি মানস পূজে পদ বিভু !

বুঝিতে নারিনু বিধাতার কল,
ভবে এসে সার হল আঁখি জল,
ডুবালে শোকের সাগরে অতল,
আমারে নাহি দিলে গো লক্ষ্যস্থল।

যায় দিন না গৃহী না উদাসীন,
আয়ু-সূর্য্য অস্ত দেখ দিন দিন,
সাধন হল না ; সংসার কঠিন,
সাধের সংসার শ্মশানে বিলীন।

আমার যে গেল এ কূল ও কূল,
ধ্রুব বিনা আজ বংশ নির্ম্মূল,
হৃদে বিঁধে দিল কাল মহাশূল,
মোদের নিতে হল যমের ভুল !

সৃজন পালন তোমারি ইচ্ছায়,
সংহারের কর্ত্তা জানি সমুদায়,
আগে সৃজন কর পিতা মাতায়,
লইবার কালে সে প্রথা কোথায় ?

মানবে হাসাও দুদিনের তরে,
বাকি দিন কান্না প্রতি ঘরে ঘরে,
কালের তাড়না হৃদয় ভিতরে,
প্রতিক্ষণ শোণিত শোষণ করে।

ছিলে অর্জ্জুনের পরাণের সখা,
ভারতে ভারতী রহিয়াছে লেখা,
সপ্তরথী মিলি অভিমন্যু একা,
মারিল যখন নাহি যায় দেখা।

তুমিত দেখিলে আপনার চক্ষে,
পুত্র-শোকানল জ্বালি দিলে বক্ষে,
প্রাণসখা বলি করিলে না রক্ষে,
ছলনা করিয়ে সবার সমক্ষে।

বীরশ্রেষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী,
মহাজ্ঞানী পুত্র লাগি সদা কাঁদি,
পুত্রশোক, শূলরোগ সম ব্যাধি,
অর্জ্জুনের ধ্রুব বাক্য মর্ম্মভেদী।

সখারে কাঁদাতে যে জন পাষাণ,
দয়ার আধার তার কোন স্থান,
দারুণ জ্বালায় নাহি বারি দান
করেন যত্তপি, মঙ্গল-বিধান

দয়াময় তাঁরে কেমনে বলিব,
পুত্র শোকানল কেমনে ভুলিব ?
যে'দিন অনলে পরাণ সঁপিব,
অতুল আনন্দ সে দিন ভুঞ্জিব।

সে দিন জুড়াবে হৃদয়ের জ্বালা,
গলা হতে খসিবে শোকের মালা,
সুরধনী তীরে রবে অঙ্গ ঢালা,
সীমন্তে সিন্দুর হাতে লৌহ বালা।

৮ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার ; ১৩১৭ সাল।

হরি যতনে ধ্রুবরে রেখ।

দ্বিঅক্ষরে সুমধুর হরিনাম,
দ্বিঅক্ষরে প্রাণ ভরা ধ্রুব নাম।

হরি দয়াময়,
হইয়ে নিদয়,
হৃদয় নিলয়
হতে কেন নিলে ধ্রুব হইয়ে বাম ?

তোমারে তুষিতে,
তোমা নিরখিতে,
গিয়াছে ত্বরিতে,
তাই কি নিলে গো তারে পুণ্য-ধাম ?

ভকত সন্তান,
শিশু অল্প জ্ঞান,
করিত যে ধ্যান,
বারবার শতবার তোমা ঘনশ্যাম।

টানিলে শ্রীপদে,
ফুল্ল কোকনদে,
বরণ নীরদে,
ওহে তব পদ্মপলাশলোচন নাম।

ভবে মুক্তি দিলে,
ননির পুতুলে,
না রাখি ভূতলে,
নিলে সযতনে আপন ধাম

মোরা দুই প্রাণী,
জনক জননী,
নয়নের মণি,
বল দেব, তারে তাই হারালাম ?
স্মরি গুণগ্রাম,
হৃদে অবিরাম,
মুখে ধ্রুব নাম
জপিব সদাই সম তব নাম।
বালকে বেদনা,
দিওনা, দিওনা,
বর্ষিয়ে করুণা,
রেখ তব দয়াময় বিভু নাম।
নিবারিও ক্ষুধা,
খেতে দিয়ে সুধা,
বচনেরো সুধা
দিও দেব তারে প্রাণারাম।
আছি ভবে পড়ে,
দিছি তব ক্রোড়ে,
ভিক্ষা করযোড়ে,
দিও তৃষার্ত্তে বারি হরি তোমার নাম।
বিহারী-গোলোক,
ত্রিলোক পালক,
অজ্ঞান বালক,
হেথা জপিত নিয়ত সে যে তব নাম।

যদি করে দোষ,
করনা হে রোষ,
রাধা-মনতোষ,
পুরায়ো তাহার মনস্কাম।

আছি নিপতিত,
মরতে পতিত,
সাধ্যের অতীত,
হায়! তোমারি সনে করিতে সংগ্রাম

আশা-মুকুলিতা,
লজ্জাবতী লতা,
সম স্বর্ণ সীতা,
করিত সতত তোমারে প্রণাম।

তোমারি ছলনা,
সন্তান হ'লনা,
হায় ভাগ্যহীনা,
অকালে শুকাল মৃণালের দাম!

একাদশী ব্রত,
পালিবে নিয়ত,
জীবন যাবত,
কেন এ বিধি তার রাধার শ্যাম?

ধ্রুব বংশধর,
ধ্রুব হিতকর,
পূর্ণ শশধর,
জীবন নিশায় নয়নারাম।

বিপদ ভঞ্জন,
শ্রীমধুসূদন,
তুমি নারায়ণ,
কেন নাথ হেন হইলে বাম।
হওগো সদয়,
লও রাঙ্গা পায়,
হে করুণাময়,
সার্থক কর পাতকী-তারণ নাম
প্রাণ নাহি সয়,
ভ্রুব শমালয়,
বিদারি হৃদয়
দেখাই তোমারে দাঁড়াও শ্যাম।

. ভাদ্র, সোমবার ; ১৩১৭ সাল।

শ্মশান ও চিতা !

শ্মশানে আসান হবে,
দারুণ হৃদয় জ্বালা।
শ্মশানেই শুকাইবে,
বিনা সূতা শোক মালা।
শোক তাপ যাবে দূরে,
চিতা অগ্নি হুতাশনে।
খেতে না পারিবে ঘুরে,
কাল কীট প্রতিক্ষণে।
দেখিতে পাইব পুনঃ,
মম হৃদি ধ্রুব তারা।
হৃদি ভরা তার গুণ,
সে মোর দুঃখ-পাসরা।
শ্মশান করেছি পূর্ণ,
দিয়ে আত্ম পরিবার।
পরাণ হয়েছে শূন্য,
হৃদিভরা হাহাকার।
সংসারের সার ধন,
দিয়াছি শ্মশান ভূমে।
কেন রে আছে জীবন,
পুড়িবারে গুমে গুমে।
যে দিকে যখন চাই,
যেনরে পাগল পারা।

আমার কেহই নাই,
বহে অশ্রু শত ধারা।
ছিল সব এক দিন,
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী।
এবে একে একে লীন,
মাঝারে ঐ চিতা অগ্নি।
ওরে চিতা তোর ক্ষুধা,
মিটিবে কি কভু আর?
যুগে যুগে এ বসুধা,
গ্রাসিয়াছ অনিবার।
এত দিনু এত খেলি,
তবু পূরিল না আশা।
শেষ ধ্রুব ধনে নিয়ে
মিটাইলি সে পিপাসা।
কে তোরে শিখালে চিতা,
রাহুর মতন হেন
গ্রাসিবারে ধ্রুব চাঁদে
গ্রহণের চন্দ্রে যেন।
নাহি দয়া নাহি মায়া,
নিঠুর কঠিন তুই।
নাহি ছায়া নাহি কায়া,
বদ্ধ হয়ে আছ ভুঁই।
পাত্রাপাত্র নাহি বাছি,
কেবল উদরে নিস।

উপকারে সুচি ভার,
অপকারে কি হরিষ।
সংসার গেল উচ্ছন্ন,
ওরে চিতা, তোর তরে।
উঠালি ধ্রুবের অন্ন,
দিয়ে অগ্নি মম ঘরে।
ভাল হত আমায় খেলে,
থাকৃত তোর সুখ্যাতি।
নিত্ কোলে, কোলের ছেলে,
আমারে মা বসুমতী।
ওরে চিতা সদা স্ফীতা,
কেবল উদর তরে।
খেয়েছিলি সতী সীতা,
রাখিতে নারিলি পরে।
খেয়েছিস্ অভিমন্যু,
কে না জানে সে ভারতী।
তোর নাই পুত্র কন্যা,
নস তাই ব্যথার ব্যথী।
জ্যৈষ্ঠের তপন তাপে,
তাপিত ধরণী ওরে।
নিলি মম ধ্রুব রাপে,
বদন ব্যাদান করে।
যে অঙ্গে সহেনি কভু
সুকোমল পুষ্প ভার,

সে অঙ্গ জ্বালালি তুই,
কার্ত্তিন্যের অবতার।
যে মুখে দিতাম মোরা,
ছানা, ক্ষীর, সর ননী।
কেমনে সে মুখ চাঁদে,
তুই দিলি রে অশনি।
নয়ন থাকিতে অন্ধ,
করেছিস্‌রে আমায়।
মম প্রাণ নিরানন্দ,
চিতা তোর তরে হায়!
ধরার রূপের ডালা,
তুইরে করিলি ছাই।
ক্রুরতার উপমায়,
তোর রে তুলনা নাই।
দেরে চিতা মোরে স্থান,
মোর তরে দ্বার খোল।
পুত্র শোকে প্রতিদান,
ওই জ্বালাময় কোল।
চিতা-চিন্তা নিশি দিন,
অন্যে প্রাণ নাহি চায়।
জল শূন্য হলে মীন,
কভু বাঁচে সে ধরায়?
ইহ পরকালে জল,
ধ্রুব দিবে যে আমারে।

জলেই বেঁধেছে জল,
আঁখি জল পারাবারে !
হোলনা কিছুই তার,
বহে শুধু আঁখি বারি ;
শ্রীহীন তার বণিতায়,
আর যে দেখিতে নারি ।
বল্ চিতা কত দিনে,
লভিব আরাম হায় !
এ জীবন ধ্রুব বিনে,
বাহিরি না বাহিরায় ।
আলোকে আঁধার জ্ঞান,
চিত্ত ওরে নহে স্থির ।
হৃদয়ে ধ্রুবের ধ্যান,
ভাবিয়ে হই অধীর ।
শোন্ ব'ল ওরে চিতা,
আর সাজা দিস্নে ।
মেরেছে জগৎ পিতা,
তুই আর মারিস্নে ।
সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু,
লয়ে যাব তব কাছে ।
পার হতে ভব সিন্ধু,
কিছু না সম্বল আছে ।
পারের কাণ্ডারী হরি,
জানা আছে অনিবার ।

মম প্রতি এ কি তিনি

করিলেন ব্যবহার।

ধ্রুব বিনে সব গেছে,

হরি নাম কত্তে নারি।

জ্ঞান গেছে বুদ্ধি গেছে—

হরি ধ্রুব, ধ্রুব হরি!

১৩ই চৈত্র; ১৩১৭ সাল।

চিত্রগুপ্তের প্রতি।

চেতনা লয় কেড়ে
চিত্রগুপ্ত তব লেখা।
সদা জীবে রহে বেড়ে
কভুত যায় না দেখা।
তোমার কলম জোরে
ধরাতে ভার যে টেঁকা।
শোকের আগুণে মোরে
কল্লে যে গো বেগুণ সেঁকা।
লিখেছ পাপের বেলা
পুণ্যের বিষয় শূন্য।
তাই কাঁদি সারা বেলা
হয়ে চির মন ক্ষুণ্ণ।
পেয়ে দেওয়ানি কাজ
মেজাজ তোমার কড়া।
অদৃষ্টে ফেলাও বাজ
দাও হুকুম চড়াচড়া।
পুরাও থাতার পাতা
গুপ্ত থেকে নিজে বেশ।
পড়ে বড় মাথা ব্যথা
জীব না পাইলে ক্লেশ।
লেখ নাম শিশু হতে
নবীন প্রবীণ বৃদ্ধ।

সব নামে বিধি মতে
হাতটি আছে সিদ্ধ।
সময়ের ধার ধার না
লও কেড়ে দিয়ে তাড়া।
স্নেহ কি যে নাহি জান
ছাই দাও তাতে বাড়া।
মাতৃ কোল শূন্য করে
কি লাভ তোমার গুপ্ত।
সন্তান হরণ কর
জ্ঞান না কর লুপ্ত।
পুত্র বিনে কি যাতনা
কি বলে বুঝাব বল।
তুমি যে কালা পাহাড়
আছ অটল অচল।
শোক, রোগ, দুঃখ, জ্বালা
হৃদিভেদ নাহি করে।
নাহিক বিধবা বালা
বেদনা দিতে অন্তরে।
কাঁদিবে কাহার লাগি
আছে কি আপন জনা!
কেন বা হবে বিবাগি
কার তরে গো বলনা!
তিন কুল হীন তব
কে না জানে বিশ্ব মাঝে।

পেয়েছ যে রাজ পদ
তোমাকেই তাহা সাজে।
যেখানে কঠিন যাহা
তাই তুমি মূর্ত্তিমান।
করুণা, মার্জ্জনা, ক্ষমা,
বৃথা ; এই তব জ্ঞান !
শিশু মুখে আধ বাণী
কার না লাগে হে ভাল।
কেবল নিঠুর প্রাণে
তোমারি লাগে না ভাল।
কি ছিদ্র পাইয়া তার
এসে কেড়ে লয়ে যাও।
কোন অপরাধে মার
কোল শূন্য করে দাও।
নিষ্পাপ বালক দল
ঘর্ম্ম সিক্ত কলেবরে ;
জ্ঞান উপার্জ্জিবে বলে
কত না যতন করে।
গুপ্ত কাণ্ড জ্ঞানহীন
ফেলিয়া কাঁপরে তার
নিক্ষেপিছ মৃত্যু বাণ
দয়াশূন্য ওহে হায় !
হৃদে লয়ে কত আশা
বিবাহ বন্ধনে যবে

সংসারের নব তৃষা
তরুণে মিটায় সবে।
পূরাইতে নাহি দাও
পৃথিবীর সাধ তার।
বিসর্জ্জন হয় হায়
নব মুগ্ধ প্রতিমার॥
ভেবেছে যে মম ধ্রুব
ওরে গুপ্ত, কত দিন
উচ্চাকাঙ্ক্ষা কভু তার
অন্তরে না হবে লীন॥
প্রফুল্ল কমল আস্যে
শুধু ভরা ছিল হাসি।
চিত্ত রত শ্রীনিবাসে
বচনে অমিয়া রাশি॥
রূপে গুণে পতিব্রতা
ভার্য্যা সহ এ জগতে।
আরাধিবে দুইজনে
পশুপতি বিধি মতে॥
উপজিল ভব ক্রোধ
এ দৃশ্য না সহে প্রাণে।

অকস্মাৎ তাই নিলে
মর্ম্মভেদী গুপ্ত বাণে ॥
মোর নামে কেন ভুল
হয় তব বার বার ।
করে বংশ নিরমূল
কল্লে ত যা করিবার ॥
মিনতি তোমারে গুপ্ত
দেখ মম নাম যথা ।
দিন দিন জ্ঞান লুপ্ত
ঘুরাবে কি যথা তথা ॥
শুনিয়া নিলাম করি
হাজার হাজার লও ।
জীবের বন্ধু না অরি
বারেক বুঝায়ে দাও ॥
তোমার কাজের ধারা
বেয়াড়া যে সৃষ্টি ছাড়া ।
দৃষ্টি গুপ্ত তীর পারা
বিঁধে করে তুলা কাড়া ॥
দেবতা প্রসন্ন হয়
যদি কোন যোগে যাগে ।
কারো হেন সাধ্য নাই
প্রশমিতে তব রাগে ॥

গেলে বিশ্ব অধঃপাতে

পূর্ণ হ'য়ে যাবে পাতা।

পুনঃ তুমি হাতে হাতে

পাইবে নূতন খাতা।

লিখবে কেবল জমা

কপর্দ্দক ব্যয় হবে না।

জীবন বীমা দিলে ও ত

মুনফা তার দেবেনা॥

১৬ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার ; ১৩১৭ সাল।

আশার প্রতি।

আশার আশা রয়ে গেল
আশার সুসার হল না।
সারা জীবন বেলায়,
আশা কুহকে খেলায়,
আশা হৃদয় মাতায়,
আশার বিষম ছলনা।

আশা আশে ছিনু বাসে,
ধরি আশা হৃদি পাশে,
এবে প্রাণ কাঁপে ত্রাসে,
(যেন) হাতের লৌহটি টলে না।

পূজিয়া আরাধ্যা শক্তি,
হৃদি ভরা লয়ে ভক্তি,
শক্তি দিবে মোরে শক্তি,
হতে তাঁরি পদে মগনা।

শক্তি ধরে উল্টা ধারা,
কেড়ে নিয়ে ধ্রুব তারা,
করেন সর্ব্বশক্তি হারা,
আমারে দনুজ দলনা।

হৃদি মাঝে আশা যত,
ছিন্ন ভিন্ন ইতস্ততঃ,
যাতনা সহিব কত,
আঁখির জল ফুরাল না।

স্মৃতি ব্যথা রয়ে গেল,
জীবন ফুরায়ে এল,
আশা মম না মিটিল,
জনম দুঃখিনী ললনা।

বিধাতা সাধিল বাদ,
রীতিমত তুলি দাদ,
আশা মুখে দিল বাঁধ,
করে কত মতে ছলনা।

আশায় আশ্বস্ত হয়ে,
ফিরিতাম ধ্রুবে লয়ে,
সব ছিনু সহে রয়ে,
মরমভরা যে বেদনা।

পাণ্ডুপুত্র খেলে পাশা,
লাভ হবে রাজ্য আশা,
বনে গমন হেরে পাশা,
দাসত্ব নাম ঘুচল না।

যে করে হৃদয়ে আশ,
তারি গৃহে সর্ব্বনাশ,
গজিয়ে হাড়ে দুর্ব্বাঘাস,
মুছায় জলের আল্পনা।

আশার নাইক পাখা,
নয়নে যায় না দেখা,
কাজ তার মন-রাখা,
জটিল কুটিল কল্পনা।

আশা যায় দিল্লী' লাহোর,
যেন বিকারের ঘোর,
রাখে করে হৃদি ভোর,
শেষে করে রে বঞ্চনা।

আশা ছিল ধরা থেকে,
পলাইব ধ্রুবে রেখে,
সব গেল এঁকে বেঁকে,
সার হল রে লাঞ্ছনা।

রেখে যাই যদি পতি,
ঘুচে যাবে সব ক্ষতি,
হাতের আগুনে গতি,
আশা তায় দিসনে হানা।

হয়ে ধ্রুবের জননী,

আমি আজ ভিখারিণী,

কেঁদে কেঁদে দিন যামিনী,

দুটি চক্ষু হয়রে কাণা।

১৯শে শ্রাবণ, রবিবার ; ১৩১৮ সাল।

ঘুমের প্রতি।

জগৎ কারণ, যিনি নারায়ণ,
তিনি অচেতন ঘুমে।
কি গুণে তোমারি, ভুলালে শ্রীহরি,
শুনিনু ভারত ভূমে।
শোকে শান্তি দিতে, একাগ্রতা চিতে,
কেহ নহে তোমা সম।
তোমারি পরশে, মুমূর্ষু হরষে,
ভুলে থাকে পোড়া যম।
গঞ্জনা ভীষণ, দারিদ্র্য পীড়ন,
নাহি তব পূত মন্দিরে।
পর উপকারী, সন্ন্যাসিনী নারী,
শান্তি দাও কারা বন্দীরে।
না থাকিলে তুমি, বিশ্ব মরুভূমি,
বারি হীন দুগ্ধমালা।
সন্তানে হারায়ে, শেলসম ঘায়ে,
কিসে নিবারিত জ্বালা।
জনক জননী, বধূ সন্তাপিনী,
কেমনে কাটাত দিন।
না থাকিলে তুমি, হৃদি চিতা ভূমি,
কোথা যেত দীনহীন।

চির বিরহিনী, সারাটি রজনী,
পারিত কি পোহাইতে।
ফেলি আঁখিনীর, হইয়ে অধীর,
মিলিতে ও মিলাইতে!
তুমি সে সময়, জুড়াও সদয়,
তোমার স্নেহের ধারে।
পেয়ে তব কোল, করুণ কোমল,
স্বপনের সেতু পারে
ভেসে চলে যায়, প্রিয়তমে পায়,
মিলন মন্দির দ্বারে;
চেতনার ব্যথা, বিরহের গাথা,
ঘুচে ক্ষণেকের তরে।
শিশু মাতৃ হারা, ভ্রমে দিশে হারা,
কে লয় তাহারে কোলে।
হইলে অসুখ, কেবা দেয় বুক,
ডাকে যবে মা মা বোলে।
স্নেহ পরবশে, নিদ্রার আবেশে,
রাখ ভুলাইয়ে তায়।
মাতৃ হারা বলে, ধর তারে কোলে,
রোগে তাই সেবা পায়।
নাহি কর ভয়, শত্রুকেও জয়,
কর বিরাম দায়িনী।

রাজা প্রজা সনে, মৈত্রতা কেমনে,
স্থাপিলে মাতৃ রূপিণী।
ধন্য ধন্য স্নেহ, কোথা বল গেহ,
শোকার্ত্তের শান্তিময়ী।
তোমার অধিক, পরশ মাণিক,
ত্রিভুবনে নাই নাই।
হলে জ্ঞানবান, পুত্র বুদ্ধিমান,
জনক জননী সেবা
এবিশ্ব নিলয়, হৃদয়ে উদয়,
করিতে পারয়ে কেবা।
ত্যজি নিজ সুখ, ভুঞ্জি কোটি দুঃখ,
আপনারে ধন্য মানি।
জননী জনক, জীবন পালক,
মনে সদা অনুমানি।
রোগশয্যা পাশে, আঁখি জলে ভাসে,
পিতা মাতার অন্তিমে।
মুহূর্ত্তের তরে, প্রবেশি সে ঘরে,
দাও শান্তি পুত্র মরমে।
তোমারি প্রভাবে, আচ্ছন্নতা ভাবে,
রহে কিছুক্ষণ স্থির।
জননী নিদান, বিস্মৃত ধীমান,
রাখি তব কোলে শির।

তুমি যারে বাম,   তার পরিণাম,
বড়ই ভীষণ দেবী।
ওগো কৃপাময়ী,   এই ভিক্ষা চাই,
বর দাও তোমা সেবি।

২৯শে, শ্রাবণ, সোমবার ; ১৩১৮ সাল।

ভবের খেলা।

মনে রইল মনের বেদনা,
বলি বলি করে বলা হ'ল না,
ঠাকুরে মেরেছে ঢেলা, ভেঙ্গেছে সাধের খেলা.
গোলমালে গেল জীবন-বেলা,
এবার খেলা ত আর হল না।

ভবে খেলা ঘর গোলক ধাঁধা,
দেখে শুনে চক্ষে লাগল ধাঁধা,
অন্ধ পথ দিশেহারা, যেন রে কয়েদী পারা,
হারায়ে সে প্রাণের ধ্রুব তারা,
সার হল মোর সব খেলা আধা।

এসংসার মাটীর ঘর কন্না,
প্রবেশিয়ে তায় শোকের বন্যা,
নিয়তির ইচ্ছামত, ভাঙ্গে কত সংখ্যাতীত,
উজান ভাঁটায় বহিয়ে কত,
দেখায় পরিণামে আছে কান্না।

নদীর ধারে বসত করে,
জল পিপাসায় মরণ যে রে,
সাহারা হৃদয় মাঝে, বিন্দু বারি কি বা কাজে,
জল কি দাঁড়ায় মরুভূমাঠে,
আকুল তৃষিত চাতকী তরে?

খেলতে খেলতে লাগল তৃষা,
নদীর তীরেই নিলেম বাসা,
ওষ্ঠে এসে মিষ্ট জল, হল ফণী হলাহল,
শুকিয়ে গেল যে নদীর জল,
সার হল নয়ন জলে ভাসা।

জলা জেনে ভাল কল্লেম চাষ,
খাটিলাম যে কত বারো মাস,
আসল ফসল তরে, বেড়া দিনু স্নেহ ভরে,
কাল পেয়ে 'কাল' লুকিয়ে পরে
করে দিলে বিষম সর্ব্বনাশ।

খেলায় ছিলাম হয়ে বিভোর,
ধ্রুব প্রাণের পুতল যে মোর,
অসময়ে কল্লে চুরি, দিয়ে মম বুকে ছুরি,
বুঝিতে নারি কালের চাতুরী,
অলক্ষ্যে রয় লুকায়ে সে চোর।

যমের নাই কভু খেলা ধূলা,
দিতে পারে জীবের চক্ষে ধূলা,
ভাঙ্গে খেলা হাঁড়ি কুঁড়ী, আসে পিছে লয়ে দড়ি,
বাঁধে সর্ব্বনেশে দিয়ে হাত জুড়ি,
কাঁদিয়ে যায় সে যাবার বেলা।

কে গড়ে কে ভাঙ্গে কোথা বা বাড়ী,
না জানি না চিনি করিয়াছি আড়ি,
জনমে হবে না ভাব, পরাণে নাহি সে ভাব,
আর সহেনা ধ্রুবের অভাব,
প্রাণ কেন যায় না এ দেহ ছাড়ি।

ধ্রুব হীনে মম যাতনা যত,
বর্ণনায় যে বর্ণের অতীত,
তুলনা দিতে তাহার, ভুলিনু সারাৎসার,
এ পোড়া আঁখিতে দেখিতে আর,
কভু মেলে কই তাহারি মত।

কালের কঠোর ভীষণ বাণ,
বিঁধি হৃদি করেছে শত খান,
মিলে মিলে মিলে ছলে, মোরে ভুলালে ভুলালে,
কি জানি সে কি যাদু মন্ত্র বলে,
নেছে ধরম করম সহিত জ্ঞান।

বড় সাধ ছিল গো এজীবনে,
খেলার অন্তে যাব ফুল্লমনে,
এযে সব বিপরীত, ক্ষণে চমকি তড়িৎ,
যেন নীরদ সনে হল মিলিত,
নিরাশা বাসা নিয়েছে গোপনে।

কবে হবে ছাই খেলার সাঙ্গ,
যে দিন জুড়াবে জ্বলন্ত অঙ্গ,
বলে কে দেবে আমারে, মুছায়ে নয়নাসারে,
অমরায় গেলে পাইব ধ্রুবেরে,
ঘুচিবে শোক উত্তাল তরঙ্গ।

সুতাকে কৃপা কর মহামায়া,
শিরে দেহ পদ পল্লব-ছায়া,
করোনা মা অবহেলা, কর কোলে এই বেলা,
সাঙ্গ হোক মম ভবের খেলা,
যেতে দাও মোরে হয়ে দত্ত জায়া।

২রা ফাল্গুন বুধবার; ১৩১৮ সাল।

শেল-বর্ণমালা।

অ- অলীক সংসার মাঝে
অতীত ঘটনা গুলি,
অঙ্কিত যে হৃদি মাঝে
অক্ষয় নিশান তুলি !

আ- আঁধারে আলোক সম
আর কি হেরিব হেথা,
আর কি রে ধ্রুব মম
আমা সনে কবে কথা !

ই- ইন্দুতে না ভোলে মন
ইন্দ্রজালে ঢাকা রই,
ইতস্ততঃ অনুক্ষণ
ইষ্ট সিদ্ধি হ'ল কই !

ঈ- ঈশান ঈশানী মিলে
ঈরিণ করেছে মোরে (১)
ঈর্ম জ্বালা হৃদে দিলে (২)
ঈপ্সিত পুরিল না যে রে।

উ- উত্তীর্ণ হইব কিসে
উপস্থিত ভাবি তাই,
উদাসে বসে নিবাসে,
উপায় কিছুই নাই।

ঈরিণ—শূন্য। ২। ঈর্ম—ক্ষত

ঊ- ঊষার আগম সনে
উহু কি ভীষণ জ্বালা,
ঊর্ম্মিতে শিহরি মনে (৩)
ঊর্দ্ধে চাহি সারা বেলা।

ঋ- ঋজু যে গো মম প্রাণ
ঋভুক্ষ পতিত তায়, (৪)
ঋক্ষেশ আলোক দান (৫)
ঋতীয়া হয়েছে হায়। (৬)

ৠ- হবে কি অবশেষে (৭)
ৠ রহে মাঝে হিয়ায়, (৮)
ৠভরা হৃদয় যে সে
ৠ আছে কি কভু তায়। (৯)

ঌ- ঌ ত্বরায় হওরে দ্বিধা (১০)
ঌ মোর চাপান বুকে, (১১)
ৡ নাম স্মরিতে বাধা (১২)
ৡ দিতেছে শত মুখে।

এ- একাকী কেন বা আর
এখানে আছি সতত,
এড় মূক হল সার (১৩)
এযাত্রা জনম মত।

৩। ঊর্ম্মি—উৎকণ্ঠা। ৪। ঋভুক্ষ—বজ্র। ৫। ঋক্ষেশ—চন্দ্র। ৬। ঋতীয়া—লজ্জা। ৭। ৠ—গতি। ৮। ৠ—ভয়। ৯। ৠ—রক্ষা। ১০। ঌ—পৃথিবী। ১১। ঌ—পর্ব্বত। ১২। ৡ—শিব। ১৩। এড়—বধির।

ঐ- ঐশ্বর্য্য সম্পদে আর
ঐক্য নহে মন প্রাণ,
ঐহিক সারাৎসার
ঐ সে ত্রিদিবে প্রয়াণ।

ও- ওতপ্রোত হৃদি মম
ওহো ধ্রুব জ্যোতির্ম্ময়
ওঙ্কার মন্ত্রের সম
ওষ্ঠ সদা উচ্চারয়।

ঔ- ঔষধ নাহি কি রোগে
ঔপসর্গিক বেষ্টিত (১৪)
ঔৎসুক্য সহযোগে
ঔদ্দালক সদাচিত।

২০শে অগ্রহায়ণ, বুধবার ; ১৩১৮ সাল।

১৪। ঔপসর্গিক...সন্নিপাত রোগ।

শেল-বর্ণমালা (২য় ।)

ঙ- কত দুঃখ সহি, কাহারে বা কহি,
কেবল রোদন সার।

খ- খেদে প্রাণ যায়, খালি গৃহ হায়,
খুঁজে মেলা অতি ভার।

গ- গুপ্ত বেশ ধরি, গেরেপ্তার করি,
গেছে লয়ে অমরায়।

ঘ- ঘেঁসিতে না পারি, ঘুরে ঘুরে মরি,
ঘটেছে বিষম দায়।

*ঙ- ঙয়ারি আশয়, ঙয়ারি আশ্রয়,
ঙয়ারি চরণ সার।

চ- চাতকীর মত, চেঁচাইনু কত,
চাহিল না একবার।

ছ- ছলনা করিয়ে, ছলে ভুলাইয়ে,
ছেলে লয়েছে আমার।

জ- জগতের স্বামী, জগদীশ তুমি,
জান না কি যে এ জ্বালা?

ঝ- ঝরে দুনয়ন, ঝরণা মতন,
ঝর ঝর সারা বেলা।

†ঞ- ঞদিনু এত, ঞরক্ত রঞ্জিত,
ঞতে কিবা হ'ল ফল।

---

* ঙ—ভৈরব, শিব। † ঞ—পদ্ম সমূহ।

ট- টঙ্কারিয়া বাণ, টুটিল পরাণ,
টেঁকিতে দিলেনা খল।

ঠ- ঠাকুর আমায়, ঠেকালে কি দায়,
ঠকাইলে এ যাত্রায়।

ড- ডাকিলাম ভবে, ডেকে নিলে ধ্রুবে,
ডাকি তবে কি বৃথায়!

ঢ- ঢেক্কা মার যারে, ঢালের প্রহারে,
ঢাকা কি রয় কখন।

ণ- ণিপুণতা ভাল, নিমেযেতে আলো
নিভা ও করি যতন।

ত- তব তরবারি, তীক্ষ্ণ ধার ভারি,
ত্বরা করে শিরচ্ছেদ।

থ- থাকি কিবা লয়ে, স্থূল দেহ বয়ে,
থাকা বেঁচে মর্ম্মভেদ।

দ- দেখিবারে চাই, দেখিতে না পাই,
দুঃখ নিবারিব কিসে।

ধ- ধ্রুবধন বিনে, ধিক্ এজীবনে,
ধরা মাঝে রই বিষে।

ন- নয়নের তারা, নন্দনেরে হারা,
নিশি দিন ঝরে লোহ।

প- পাষাণ সমান, পরাণ কঠিন,
পারেনা ছাড়িতে দেহ।

ফ- ফেলে গেল সবে, ফেলে রেখে ভবে,
ফেলি তাই অশ্রুধার।

ব- বড় জ্বলে প্রাণ, বাড়বা সমান ;
বারিহীন চারি ধার।

ভ- ভাসি আঁখিনীরে, ভবসিন্ধু তীরে,
ভাবি কিসে পাব ত্রাণ।

ম- মরিবারে চাই, মরণ ত নাই,
মথুরেশ মোরে বাম।

য- যমের যাতনা, না যায় বর্ণনা,
যায় বুঝি এবে দম।

র- রাহুগ্রাসে শশী, রহে পৌর্ণমাসী,
রাহু কি রাখিতে সক্ষম।

ল- লাভে মূলে মম, লইয়াছে যম,
লাঞ্ছনা করেছে সার।

ব- বাঁধি স্তম্ভ সনে, বাঁধি মুখ বসনে,
বেজায় করে প্রহার।

শ- শমন দুরন্ত, শাসন চূড়ান্ত,
সশঙ্কিত ত্রিভুবন।

ষ- ষট্ চক্র পরে, ষোড়শী আমারে,
ষোল কলা করে দহন।

স- সংগোপন ব্যথা, সহি সদা হেথা,

সতত মাঝে হিয়ায়।

হ- হরি নামে কিরে, হৃদি ব্যথা হরে,

হাসালে হৃদি-তনয়।

ক্ষ- ক্ষেমঙ্করী মোরে, ক্ষমিল না বে রে,

ক্ষেমাস্পদা করি জ্ঞান।

৫ই ভাদ্র মঙ্গলবার ; ১৩১৮ সাল।

দোল।

ঠাকুর, দেখ্‌ব না আর তোমার দোল,
এ জীবনে তোমা সনে রইল গণ্ডগোল;
বাল্যকালে কল্লে চ্যুত জননীর কোল,
শ্রীহরি, দেখ্‌ব না আর তোমার দোল।

ভবে এনে কি কুক্ষণে দিলে মোরে দোল,
আছাড় পাড়িয়া ভূমে খাওয়ালে ত ঘোল,
ধরার পথ মানবে বুঝায় ভূগোল,
তোমার দেশের পথের বিষম গোল।

কেমনে যাব, বলতে নারি হরি বোল,
বৃদ্ধকালে আমায় করেছ শূন্য-কোল;
'মা' শব্দ মমতাযুত একাক্ষর বোল,
বাদী হয়ে বিধিমতে ঘুচালে সকল।

তোমার কর্ম্মবাঁকা, মন নয় হে সরল,
আছে সদা হৃদি মাঝে পূরিত গরল,
কে পারে তুষিয়া তোমা করিতে দখল,
তাই বলি শ্যাম দেখ্‌ব না তব দোল।

খেলিছ ফাগ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি,
যুগের পর যুগ বটে আস্‌ছে চলি;
(মোরে) দেছ গালি, নিরবংশ আঁটকুড়ী বলি,
ওহো জনমে কভু কি আর তাহা ভুলি!

হরি! ফাগের রংয়ে তোমার অঙ্গ রাঙ্গা,
দেখ আমার কেঁদে নয়ন হ'ল রাঙ্গা ;
ধ্রুব বিনে হায়, সাধের সংসার ভাঙ্গা,
রইল পড়ে, জপের মালা ঘরে টাঙ্গা।

এখন মম হরে, নেছ মুখের বোল,
জানিলাম কোন মতে দিবে না ত কোল,
ধ্রুব, প্রহ্লাদের দুর্দ্দশা জানি সকল,
প্রভু, আর মন চায়না দেখতে দোল ;

স্বভাবে অভাব হে, মুক্তি দিবার বেলা,
শক্তির অতীত বুঝা তব লীলাখেলা,
যে জন ভবে ধরে হরি নামের ভেলা,
তার কপালে পদে পদে বিপদ মেলা।

সদাই জীবে লয়ে খেলাও ডাণ্ডাগুলি,
শ্রীমুখে বাজাও বাঁশী রাধা, রাধা বলি,
রাধা তব অঙ্গ-আধা কাঁদালে খালি,
কাঁদালে ব্রজবাসী নিঠুর বনমালী।

গোকুলের নন্দ পিতা, কেঁদেছেন কত,
শ্রীনন্দের নন্দন বলি কাঙ্গালের মত,
অন্তরযামী, অন্তরে জানিয়ে সতত,
তবুত ও হিয়া হোলনা মমতাযুত।

ক্ষীর ননী লয়ে মা ডাকে আয় গোপাল,
যশোদার নীলমণি কোথারে দুলাল,
তুমি হ'য়ে মায়ের চক্ষুর অন্তরাল,
বৃন্দাবনে রাখাল বেশে চরাও গোপাল।

খেয়েছিলে কাকর জনমি গোপকুলে,
যবে জানু পাতি চলি নিজ হাতে তুলে,
কোলে লয়ে কাঁদে নন্দরাণী ফুলে ফুলে,
জঠরে ব্রহ্মাণ্ড দেখালে ঐ মুখ খুলে।

শিশুর উদরে ব্রহ্মাণ্ড দেখে যশোদা,
হতবুদ্ধি হয়ে ভাবে ছেলে নয় সোজা,
(জীবে) বাঁধি কর্ম্মকাণ্ডে চাপায় বিষের বোঝা,
মৃত্যু করেছে জয় বানিয়ে বোকা অজা।

হরি, কোন্ বংশে, কোন্ অংশে কয়ে মঙ্গল,
তোমার করম কুশল, যেন মুষল,
ঘাত প্রতিঘাতে চূর্ণ হৃদি মঞ্চদোল,
কোমল কভু নহে রাঙ্গা চরণযুগল।

বধিলে পুতনা অবহেলে শিশুকালে,
আমার ধ্রুবেরে কেন তাহা না শিখালে;
(তবে) দুঃখানলে পুড়িতামনা কোন কালে,
জানিনা আরো কি লেখা আছে মম ভালে।

* আমি অভাগিনী ক্ষীর, ননী লয়ে করে,
ডাকি ধ্রুব বলে কেন লুকায়ে অন্তরে,
দেখাদে, দেখাদে মোরে সানন্দ অন্তরে,
তোমা বিনা ক্ষীর-সর, দি' কার অধরে।

বৃন্দাবনে শ্যামের হেরি মোহন দোল,
ধ্রুব পেলে কি সেই রাধা শ্যামের কোল,
হেথা করে অন্ধ পিতা মাতা উতরোল,
ভুলে আছ কৃষ্ণের দেখে হোলির গোল।

শ্যাম, মম সার করেছ চামের খোল,
লাগবেনা কাজে হবে না হোলির ঢোল;
বাজালে বাজবে শুধু "ধ্রুব" নাম বোল,
প্রভু, কর হে রুকে যতই গণ্ডগোল॥

১২ই চৈত্র সোমবার, ১৩১৮ সাল।

সময়।

বিধির সৃজিত বটে,
তুইরে সময়,
পথে, ঘাটে, মাঠে, তটে,
গতি রোধ নয়।
চলিস্ আপন মনে,
উধাও হৃদয়।
দিবা শর্ব্বরীর সনে
ফিরে ক্লান্ত নয়।
কেবা তোর পিতা, মাতা,
কাহার তনয়?
বাস গৃহ আছে কোথা,
নাহি পরিচয়।
স্থূল কিম্বা সূক্ষ্ম দেহ
দেখিতে না পাই।
পারে না ধরিতে কেহ
এ কিরে বালাই!
মরণের সহচর
নাহিক মরণ।
নাহি সন্ধ্যা, নাহি ভোর
কেবল ভ্রমণ।
মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড তাপ
নাহি লাগে গায়;

দংশিতে না পারে সাপ,
করে হায়, হায় !
অশনি পারে না ছুঁতে,
অদৃশ্য ও দেহ ;
কবরে রাখিতে পুঁতে
পারেনিক কেহ।
চিতার আগুণে পুড়ে
না হইবি ছাই ;
ঝঞ্ঝাবাতে যেতে উড়ে
হয় না কোন ঠাঁই।
জল, স্থল, ব্যোম, তপন,
ব্যাপ্ত চরাচর।
ব্যাধি মুক্ত সর্ব্বক্ষণ
অজর অমর !
পৃথিবী প্রলয় হয়,
যুগ যুগান্তরে,
তোর কি নাহিরে লয়
কল্প কল্পান্তরে।
আসেনা ঘুমের ঘোর,
ঘুরে ত্রিভুবন।

ভাসেনা নয়ন তোর,
বিনা পুত্র ধন।
ক্ষুধায় কাতর নয়,
না আছে পিপাসা ;
ভাঙ্গ গড় মন-ময়
কাজ কর ফর্সা।
কালের কি বন্ধু তুই
নিষ্ঠুর সময়,
ধরাতে পারিস্ উই,
কার না হৃদয় !
মিত্রতা কাহারে বলে
জানিস্ কি ছার !
কাজ সারা ছলে, বলে,
মানিস্ না হার !
কি গুণে পেলিরে নাম,
তুইরে সময় !
ঘুচালি ধ্রুবের নাম,
কেন অসময় ?
ধিক্, ধিক্, শত ধিক্,
ওরে কর্ম্মনাশা !
ঘুরে মর দিক্, দিক্
নাহি তোর বাসা।
যেতে বাধা মৃত্যু মুখে
দিস্ নে সময় !

বঞ্চিতা সংসার সুখে
ধরা বিষময়।
"ধ্রুব" সংসারের সার
নাহি বিনিময়।
সময় তোর কি ভার,
লাগিল তাহায়?
বার, বার, শতবার
অবশ্য বলিব,
তুই দিলি ছার, খার,
কভু না ভুলিব!
শপথ করিয়া যদি
কহিস্ আমায়।
কঠোর হইলে ব্যাধি
নাহি ত্রাণ তায়।
কভু ইহা সত্য নয়,
(সময়ে) ধ্রুবের লয়।
বাছারে করিয়া ক্ষয়,
(তোর) সানন্দ হৃদয়।
বৃথা যে ধরিলি নাম,
"সময়" বলিয়া,
ছি, ছি, ছি, ছি, রাম, রাম,
ঘৃণিত দুনিয়া!
শমনের সহোদর,
করি অনুমান;

নির্দ্দয়ের অনুচর,
নাহি স্নেহ-জ্ঞান !
বালক, বালিকাগুলি
লীন যে সময়,
তা দেখে বলরে খুলি,
কি বা শান্তি হয় ?
ফুটিতে দিলিনে হায় !
সে কমল কলি ;
সময় তোর কি দায়
যেতে পদে দলি !
নবীন যুবক মুখ,
তোর আঁখি-শূল
কেন তায় ফাটে বুক
বাধে হুলুস্থূল ।
আমার ধ্রুবেরে নিলি ;
পাতি মৃত্যু ফাঁদ,
কাল রাহু গ্রাসে দিলি,
অকলঙ্ক চাঁদ !
কেহ তোর দয়া, মায়া,
দেখে নাই কভু ;
হয়েছিস্ হীন কায়া
নহে "জবু থবু ।"
অসময় করে জোর,
নিলি ধ্রুবে টানি,

হৃদি-তার ছিঁড়ি মোর
দিলি শেল হানি !
অঙ্কুরে বিনাশ তার
করিলি সকল,
ভুলিতে কি পারি আর
তোমার গরল !
আমি ত কামনা করি,
যাইতে ত্রিদিবে,
আমারে না স্মরে হরি,
কি জানি কি ভেবে !
যার ধরা-ভরা দুঃখ,
সুখ নিঃশেষিত,
না দেখি পুত্রের মুখ
কেন সে জীবিত ?
মা রাখি সন্তান যায়,
সেটা কি উচিত ?
পিতা করে "হায় ! হায় !"
হয়ে জীবন্মৃত !
পতি হারাইয়া সতী
সংসার বঞ্চিতা,
বৈধব্য পীড়ন অতি,
দেয় মর্ম্ম ব্যথা।
দেখে এ দারুণ দৃশ্য,
অটল হৃদয়,

ধরণীতে তো' সদৃশ,
খল কেহ নয়।
সময়! বৃথারে আর,
তোরে না দোষিব ;
অসময়ে কণ্ঠহার,
গেল মম ধ্রুব।
বল বল, রে সময়!
বল কত বাকী?
মোর নিদান সময়,—
—সেথা ধ্রুব যে একাকী।

সান্ত্বনা। *

হে তাত! হে মাত!

উঠ, মুছ শোক-আঁখিধার;

তোমরা ত স্বর্গভ্রষ্ট,

কার শাপে এত কষ্ট,

অবসানে, যাবে ত্বরা মন্দাকিনী পার!

হে তাত! হে মাত!

দয়া, প্রীতি, জ্ঞানের আধার!

"ধ্রুব" সম পুত্র হায়!

যার বুক ভেঙ্গে যায়,

এ ধরা, যে তাঁর তরে সাহারা অপার!!

তাই, প্রতি পদে পায় শ্রান্তি,

আঁখি পাতে ঘটে ভ্রান্তি,

কল্পনা অতীত হায় জীবনের ভার!

আহা! এদৃশ্য কি দেখা যায় আর!

কি যে ব্যথা সবই আমি জানি,

তবু ক'রি যোড় পাণি,

কহি বারে বার!

ক্ষুদ্র আমি তনয়া তোমার।

---

* পরম স্নেহময় মাতুল গোবিন্দ লাল দত্ত মহাশয় ও পরম স্নেহময়ী মাতুলানী তদীয় পত্নী মহাশয়াকে এই ক্ষুদ্র কবিতাটি উৎসর্গ করিলাম।

হে তাত ! হে মাত !
উঠ, মুছ, শোক-আঁখিধার ;
মুছি নিজ অশ্রুধারা ,
দেখ দুঃখ-ভরা ধরা,
(হেথা) কিছু নাই, কিছু নাই বিনা হাহাকার।
শত অভাগা অভাগী হায় !
কাঁদে কত যাতনায় ;
তোমাদের বক্ষে হোক্ স্থান সে সবার,
(হেথা) প্রতি জীব-অনু মাঝে,
তোমাদেরি "ধ্রুব" রাজে,
ধ্রুব, ধ্রুব, ধ্রুবময় নিখিল সংসার !!
তার পর—
(প্রায়) কেটেছে জীবন-বেলা,
ভেঙ্গে এল, ভব-মেলা,
পথ বেশী নাহি যে গো আর !
ঐ দেখা যায় বৈতরণী পার !
ওরি তীরে সপ্ত স্বর্গ,
(সেথা আছে ধ্রুব)
তোমাদের চতুর্ব্বর্গ,
শত জনমের ফল—কোটি তপস্যার !
(তায়) নেহারি হবে অশোক,
"ধ্রুব" ওই ধ্রুবলোক,
(যথা) দেব কণ্ঠে হরি, হরি, ধ্বনি অনিবার।
ওগো স্নেহময়ী মাতঃ !
"মর্ম্মভেদী" গীতি তব,

শব্দভেদী সম,
বুকে বড় বেজেছে আমার ;
মু'খ নাহি সরে ভাষা কি কহিব আর !
ধর মিনতি আমার,
মুছ, মুছ আঁখি ধার ;
সহিতে না পারি আমি এ যাতনা আর ।
এই, এই ধ্রুব হেথা,
হরি সনে আছে সেথা,
নিমীলিত করি নেত্রে, হের জ্যোতিরাশি তার,
"ব্রহ্মময় ধ্রুব"—এই সান্ত্বনা আমার !!

তোমাদের শোকাহতা কন্যা সুশীলা ।

শ্রীমতী সুশীলাবালা দেবীর প্রতি।

স্নেহের সুশীলা মাত,
ভাল বুঝিলাম তা'ত,
ভবে সুখী কদাচিত,
নহে কোন জন।

এসেছ মা ঢাকা হতে,
মামীকে সান্ত্বনা দিতে,
নিজে পার না মুছিতে
সজল নয়ন।

ধ্রুবেরে বালক কালে,
এক বার লয়ে কোলে,
খাদ্য মুখে দিয়ে তুলে,
স্নেহ আলাপন।

কেন মা গো আজি তুমি,
ব্যথায় লুঠিছ ভুমি,
সে মুখে স্মরিয়া চুমি,
(করে) হৃদি বিদারণ।

বুঝান সহজ কথা ;
সিন্ধু স্থির রহে কোথা ?
ভাঙ্গাহৃদি-বাঁধ হেথা,
জোড়ে কি কখন!

সরোবর পানাবৃত,
রহে নীর স্থির মত,
হ'লে লোষ্ট্র নিপতিত,
দ্বিধা গো যেমন।

তেমনি আমার হৃদি,
শোক-পানা নিরবধি,
ঢাকা আছে দেখ যদি,
করি আলোড়ন।

নিশ্চয় জানিও মনে,
সরিবে না এ জীবনে,
এ পানা সে পানা সনে,
না হয় তুলনা।

বিধাতা হানিলে বাণ,
লুকাতে নাহিক স্থান,
ভেদ করি মর্ম্মস্থান,
দিয়াছে আমার।

শত অগ্নি সম শিখা,
জ্বলিতেছে নিশি দিবা,
বাকি আর আছে কিবা,
ঘোর দুর্দ্দশার।

হারা ধ্রুব গুণমণি,
আমি অতি অভাগিনী,
নেবে কি মা মন্দাকিনী,
(কিম্বা) করিবে বর্জ্জন।

পুন্নাম নরকে মোরে,
দিবে ফেলে ঠেসে জোরে,
কৃমি কীটে খাবে কুরে,
(ওহো) সদা সর্ব্বক্ষণ।

হ'ল লোপ পিণ্ডজল,
ভাসায় আঁখি বক্ষস্থল,
শিব শ্যামা বেঁধে দল,
করেছে ফতুর।

শক্তি যদি হরে শক্তি,
(মা) কিসে তার হবে মুক্তি,
ঘটে আসে না যে যুক্তি,
হলেও চতুর।

দেবদত্ত অভিশাপ,
পাইলাম মনস্তাপ,
কভু নাহি করে মাপ,
নিত্য নিরঞ্জন।

মা কি বুঝাও বল না,
মন মানে না সান্ত্বনা,
প্রাণান্ত কৃতান্ত যাতনা,
দারুণ ভীষণ।

মানি বটে ধরা মাঝে,
হাহাকার ভীম সাজে,
গরজি গরজি নাচে,
বিকট দশন।

দেখ মা চাহিয়ে হেথা,
বজ্রপাতে শূন্য মাথা,
বিনা মুণ্ডে কার কোথা,
রহে গো নয়ন

দোঁহা প্রাণ ধ্রুব-তারা,
লয়ে গেছে আঁখি-তারা,
(এ) অভাগা অভাগী পারা,
ভিখারী ক'জন।

দেখিব গো আর কিসে,
ভুগিনু ত সবিশেষে.
যেন না হয় অবশেষে,
বৈধব্য পীড়ন।

আকাশের ধ্রুব তারা,
প্রত্যহ দেখি যে মোরা,
কই সে দেয় না সাড়া,
হ'য়ে ধ্রুবধন।

বলিছ মা বার বার,
ব্রহ্ম সনে অনিবার,
বিরাজে ধ্রুব আমার,
মোরা ত বঞ্চিতা।

সীতাদেবী বনবাসে,
লব কুশ প্রাণ আশে,
রাখে নিজ প্রাণ শেষে,
হলেও বর্জ্জিতা।

আমরা কাহার তরে,
জীয়ে রই ধরা পরে,
থাকিতে এ শূন্য ঘরে,
পাই বড় ব্যথা।

এ-জীবন হেলা ফেলা,
হয়েছে তায় অবেলা,
যাব কি গো সন্ধ্যাবেলা,
আছে ধ্রুব যেথা।

সাহারা হৃদয় লয়ে,
বৈতরণী পার হ'য়ে,
তনু তরি যাবে বেয়ে,
চলে না চরণ।

সপ্ত স্বর্গ নাহি চাই,
সেথা যেন ধ্রুবে পাই,
কোথাও জুড়াতে ঠাঁই,
নাহি ত্রিভুবন।

জন্ম জন্ম জন্মান্তরে,
কর্ম্মফল থরে থরে,
চাপা ছিল গো প্রস্তরে,
ফলিল এখন।

থাকিলে তপস্যা বল,
পড়িত কি আঁখি জল,
যেত না ত পিণ্ডজল,
বিনা ধ্রুবধন।

সে যে করে হরিধ্বনি,
মোরা ত না কর্ণে শুনি,
কেঁদে যায় দিন যামিনী,
কি গো তাহে ফল !

বুঝি সার ধ্রুব ধ্রুব,
তারি ধ্যানে মগ্ন রব,
মুখে তার নাম লব,
চরম সম্বল।

নেছে ধ্রুবে ভব-ধব,
করেছে এবে নীরব,
হয়ে আছি যেন শব,
(তারে) করে দেশান্তর।

আর কি গো দেখা তার,
পাইব মা পুনর্ব্বার,
পূর্ণ ইন্দু নিন্দি যার,
রূপ মুগ্ধকর।

সুশীলা সুশান্ত মেয়ে,
আজি ত্যজি মম গেহে,
ব্যাধি মুক্ত দেহ লয়ে,
যাবে নিজ দেশ।

তব বাস বহুদূরে,
বাঁধিবারে মায়া ডোরে,
মন-পুর হ'তে জোরে,
টানিলে বিশেষ।

কোর না মিনতি আর,
উঠিবারে পুনর্ব্বার,
ধরাতে হয়েছে ভার,
জীবন বহন।

পাই গো হেথায় ছুটি,
মাগি জুড়ি কর দুটি,
মাটি সনে হব মাটি,
রবে না বেদন।

দূর হ'তে কাছে এসে,
শোকে শান্তি দান আশে,
কহ কথা হেসে হেসে,
সম দুহিতার।

দুঃখের আকর ধরা,
জন্ম মৃত্যু ব্যাধি ভরা,
নিত্য যেন দুঃখহরা
হয়েগো তোমার।

এই মা প্রার্থনা করি,
কালীদাসে কোলে করি,
থাক জীয়ে ধরা পরি,
আলোকি ভুবন।

সীতা সাবিত্রীর সমা,
হউক আয়তী তোমা,
হর-জায়া মনোরমা,
মত অনুক্ষণ। *

৪ ঠা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার; ১৩১৯ সাল।

---

* শ্রীমতী সুশীলাবালা দেবী ঢাকা নিবাসিনী সুপণ্ডিতা, গভীর চিন্তাশীলা লেখিকা স্বর্গীয়া শ্যামাসুন্দরী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা। দেবী শ্যামাসুন্দরী আমাদের সাবিত্রী লাইব্রেরীর ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে (১২৮৯, ৯০ ও ৯১ সালে) মহিলাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লিখিয়া উপর্য্যু-পরি তিন বৎসরই পুরস্কার পাইয়াছিলেন। বিভিন্ন বৎসরে বিভিন্ন লেখিকাবৃন্দ সত্বেও তাঁহার প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। ইদানীং তিনি বহু ধর্ম্মসঙ্গীত ও রচনা করিয়া গিয়াছেন। সুশীলা সুযোগ্যা মাতার সুযোগ্যা কন্যা। তাঁহার বিলক্ষণ কবিত্বপূর্ণ, অতি মনোরম অনেকগুলি কবিতা আছে; কালে তিনি দেশের প্রধান মহিলা কবিদের মধ্যে আসন পাইবেন, আমার বিশ্বাস। সুশীলার মাতাকে আমি দিদি বলিতাম, তিনি ২৫।২৬ বৎসর কনিষ্ঠ সহোদরের মত আমার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন; সুতরাং সুশীলা আমাদের ভাগিনেয়ী।

শ্রীগোবিন্দ।